মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

এপ্রিল, ২০২৪
চৈত্র, ১৪৩০

সূচীপত্র

২১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

চৈত্র ১৪৩০/এপ্রিল ২০২৪

ব্রহ্মসত্যই হোক জীবনের সত্য		৩
ভগবানই পূর্ণসত্যঃ তাঁকে খুঁজে নাও অন্তরের গহন গুহায়	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
আপনার চেয়ে আপন তিনি	সায়ক ঘোষাল	১৫
বিশ্বাস ও ভরসাতে ভগবানের কৃপা লাভ অনিবার্য	মানবেন্দ্র ঠাকুর	১৫
অন্য আলোকে	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৭
অনুসন্ধান	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৭
শ্রী অনির্বাণ সান্নিধ্যে	আশুরঞ্জন দেবনাথ	১৮
Devine Wisdom Transforms Depression To Victory	Prof. (Dr.) R. P. Banerjee	২০

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

ব্রহ্মসত্যই হোক জীবনের সত্য

ভগবান স্বয়ংই সত্যস্বরূপ। তিনি সমগ্র সৃষ্টিরই শ্রষ্ঠা। সৎ-চিৎ-আনন্দ ভগবানের তিন প্রকাশ অবস্থা। তিনি সৎ অর্থাৎ তিনি সত্য। তিনি চিৎ অর্থাৎ তিনি পূর্ণ-চেতন। তিনি আনন্দময়, পূর্ণানন্দ ভগবান সৎ রূপে এই সমগ্রতার মধ্যে হয়েছেন ব্যাপ্ত। চিৎ রূপে তিনি সকল জীবের অন্তর মাঝে চেতনা হয়েই অবস্থান। আনন্দ রূপে তিনি জীবনের গতিশক্তি আর সৃজন শক্তিকে করে চলেছেন গতিময়।

জীবন চলছে জগতের অধিকারে জীবনতত্ত্ব তারই পরিচালনে। জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। জীবন তত্ত্ব হল সেই চেতনার প্রকাশ যেখানে অন্তরিক্ষ আর ভূতল হয়ে গিয়েছে একাত্ম। জগৎ মাঝে জীবনের বিশিষ্ট হয়ে ওঠার মধ্যে রয়েছে মৌল আকর্ষণ যা কিছু চিন্তা কর্ম-জ্ঞান-ধ্যান সবেরই সমন্বয়ে জগৎ তত্ত্ব হয়ে রয়েছে ভরপুর। জগৎ তত্ত্বের প্রথম ভাবটি হল চিন্তা-কর্ম সবকিছুর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে ব্যক্তির নিজেকে পোষণ করবার সব উপায় অবলম্বন করে এগিয়ে চলা। জগৎ তত্ত্ব প্রকাশ কে অনুসরণ করেই হয়ে চলেছে অবারিতে নিজস্ব স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েই জগতের কর্ম সমুদ্রে সাগরে যাও। এগিয়ে চলার পথে পাথেয় জীবনের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান।

ঋষির ঘনীভূত প্রত্যয় — তিনি জেনেছেন ঐ অনন্ত পুরুষকে। তিনিই সব সৃষ্টির শ্রষ্ঠা। তিনি জ্যোতির্ময়, তাঁরই আলোকে এই সমগ্র সৃষ্টি বিভাষিত। তিনিই সকল অন্ধকারকে বিদূরিত করে আলোকে আলোকময় করেছেন। তিনিই মহাকাল—সকল দেবরূপেরও আদি তিনি, দেবাদিদেব। তিনি মহা ব্যোম। তিনিই শূন্যরূপে মহামাতৃকার প্রতিষ্ঠাতা জগৎ সৃজন পালনে। তিনিই এই সকল আলোকবস্তু—সূর্যাদি, চন্দ্রাদি, গ্রহ-নক্ষত্রাদি করেছেন সৃজন। তিনিই সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টির ইচ্ছার বীজ রচনা করেছেন, বপন করেছেন। ব্রহ্ম সনাতনই সব সৃষ্টির আদি। যে ঋষির প্রত্যয় সাধনে হয়েছে নিত্য নিরঞ্জন ঐ পরম সত্যের স্বরূপ উন্মোচন, তিনিই আবার সঞ্চারিত করেছেন ঐ প্রত্যয় স্বতঃ উপলব্ধিজাত সত্যকে জগতের কাছে। ঋষি জেনেছেন ঐ জ্যোতির্ময় পরম পুরুষকে আর দিকে দিকে ব্যাপ্ত করেছেন ঐ ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়ের স্বরূপাঞ্জলিকে। প্রত্যয় সাধনে রয়েছে বিপুল প্রজ্ঞারস। সঞ্চার হয় জীবন মাঝে তাকে আরও গভীর প্রত্যয়ে বরণ করে নিয়েছেন ঋষি। বরণ করেছেন ঐ অনন্ত জ্যোতির সম্রাট, দিব্য জ্যোতির দৃপ্ত প্রসার ঘটিয়েছেন ঋষি তাঁর ঘোষণায়। অমৃত আস্বাদন করেছেন নিজে আর জগৎজনকে আহ্বান করেছেন ঐ পরম আবৃত অমৃত আস্বাদন করবার একমাত্র পথ প্রান্তে।

ঐ পরম অমৃত পুরুষ তিনিই মহাশূন্যরূপ আকাশ হয়ে করেছেন ব্যাপ্ত নিজেকে সবদিকে। ঐ পরম পুরুষই পরম। সবই সর্বত্রময়ের মধ্যে। তিনি ব্যাপ্ত হয়েছেন ব্যাপ্ত সমগ্রতায়। ঐ পূর্ণ তিনি জীবনের মাঝে হয়েছেন ব্যাপ্ত। আত্যন্তিকে সকল প্রাণের অভ্যন্তরে হয়ে প্রাণপ্রদীপ। ঋষির প্রজ্ঞাপ্রত্যয়ের মাঝে ভাস্বর হয়ে উঠেছে ঐ ব্রহ্ম দীপ্তির স্বতঃ প্রসারণ। পরম তিনিই আদি-অন্ত-মধ্যে ব্যাপ্ত। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আবার ঐ তিনিই সব কনিষ্ঠ। আদি সনাতন সত্যকেই তিনি সঞ্চারিত করেছেন জগতের মাঝে, প্রাণের চেতনা, প্রাণের দীপ্তি এসবই তাঁরই নিত্য উপহার। তিনি এখনই আবার তখনই হয়েছেন মূর্ত জীবনের পর্বে পর্বে ছন্দে ছন্দে হয়ে নন্দিত। তিনিই সদা জাগ্রত এই বিশাল সৃষ্টিকে ধারণ করে সৃষ্টির মাঝে জীবনের পথচলার করেছেন উদার উন্মোচন। কালের রথচক্র সঞ্চার করেছেন তিনি হয়ে নটরাজ। স্বয়ংই স্পন্দন যোজনা করেছেন সৃষ্টির সর্বত্র আবাহনীকে বরণ করে নিয়ে। স্বয়ং তিনি হয়ে রয়েছেন দৃঢ় অচঞ্চল, স্থির এক অনন্ত প্রভাময় তিনি স্বয়ংই হয়েছেন দৃঢ় স্থির আর সমগ্র সৃষ্টির রথচক্র হয়ে চলেছে আবর্তিত তাঁকেই কেন্দ্র করে কালের পটে।

ব্রহ্ম কনাতন স্বয়ং আমাদের অতি সন্নিকটে। জীবের জন্য, জীবনের জন্য তিনিই হয়ে চলেছেন সর্বদাই গতিময় পথপ্রবাহে তিনি হয়ে রয়েছেন বিধৃত। এইতো তিনি এখানেই। ঋষির প্রত্যয় স্নাত তাঁরই রূপ-অরূপে বিভাষিত। গভীর প্রতয়ে ঋষি দেখলেন ঐ ব্রহ্ম সনাতন এখন জগৎলীলাকার হয়েছেন জগৎপালনের জন্য হয়ে আকর্ষিত। মহাকালের কালপ্রবাহে সৃষ্টি মহাপ্রাণ এখন প্রাণের যোজনা করেছেন সর্বত্র হয়ে ব্যাপ্ত। সবারই সবচেয়ে নিকটেই ঐ মহান পরম তিনি বিরাজমান। চেতনার দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে তিনি বিরাজমান সর্ব অবয়বে। জলে-স্থলে-আকাশে — সর্বত্র তিনি বিরাজমান। ঋষির সাধন চেতন তাঁর অবস্থানকে আবার নবীন চেতন দৃষ্টিতেই অবলোকন করলেন নিত্য জালপ্রবাহের মধ্যেই এই সমকালে। তাই ভক্তির হিমের গাঢ়তায় ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভাবতনুর পর্বে পর্বে তাঁকে বরণ করে নিয়েই চলেছেন এগিয়ে সম্মুখে ঐ অনন্তকে রূপে-অবয়বে আলিঙ্গনে, প্রণতি নিবেদনে।

সমগ্রতায় তারই ব্যাপ্তি হয়ে রয়েছে বিশ্বময়। যত রূপ এই সৃষ্টির মাঝে হয়েছে উদয়, তারই হয়েছে জগতের হৃদয় স্পন্দন। ইনি জেনেছেন, ঐ পরমদেব তিনিই এখন রূপবান হয়ে নানা দেবরূপে দেবতার কৃপাসঞ্চার করে চলেছেন। তিনিই এখন রূপময় দেবতাদি। তিনি সকল মাতৃদেবীরূপী, আবার তিনিই সকল পিতৃদেবরূপ হয়ে রয়েছেন। তাঁরই নৃত্যের ছন্দে হয়ে বৃত কালের রথ চলেছে এগিয়ে জীবনের পূর্ণতার অভীপ্সায়। এই শূন্যতার অভীপ্সা হয়ে রয়েছে জীবনের ছন্দে নন্দিত। এই তিনিই আবার সমগ্রতায় হয়ে রয়েছেন ব্যাপৃত। যত প্রাণ এসেছে এই সৃষ্টির মাঝে, যত প্রাণ রয়েছে সব প্রাণেই তিনি নিবদ্ধ। যত শির, যত দৃষ্টিকেন্দ্র, যত শ্রুতিকেন্দ্র, যত বাক কেন্দ্র সবই তাঁর প্রেরণার উৎস থেকে আগত। প্রাণের মাঝের প্রাণপ্রদীপটি তিনি। জীবনের দৃপ্ত চেতন তিনি। তিনিই বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে সৃষ্টির সব উপাদানের মধ্যেই নিজেকে করেছেন সঞ্চারিত। আবার অন্তর মাঝে, হৃদয়ের গভীর গহন গুহায় হয়ে রয়েছেন তিনি আত্মরূপী। পরমাত্মারূপী তিনিই হয়ে রয়েছেন আত্মায় রূপময়। অতি ক্ষুদ্র পরিমিতির আত্মারূপেই তাঁর বিরাজ। ব্রহ্ম সনাতনই এই আত্মারূপে আছেন। তাঁকে জানতে পারাই জীবনের ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন। শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ মনচেতনই এই জ্ঞান অর্জনে সক্ষম—ভালবাসায়, ভক্তিতে, আত্মনিবেদনে।

—ঃঃ—

ভগবানই পূর্ণসত্যঃ তাঁকে খুঁজে নাও অন্তরের গহন গুহায়

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইরেই ভগবানকে খুঁজে ফেরে প্রায় সবাই। অথচ তিনি রয়েছেন অন্তর মাঝে। সর্বদাই সবারই অন্তরে তাঁর অবস্থান। তিনি নিত্য, সনাতন। আবার সেই তিনিই হয়েছেন জীবচেতন। এই সকল জীবন মাঝে ভগবান আত্মা রূপেই হয়েছেন অতি ক্ষুদ্র পরিমাপের অবস্থানে। সদাভাস্বর তিনি অন্তরের আলোক প্রদীপে। যে আলো জীবনের ফুটে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ঐ আলোই আবার এক অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্য চেতন কণা হয়ে বিরাজ করছেন অন্তর মাঝে। ইনি সেই শাশ্বত সনাতন জ্যোতির্ময় পূর্ণসত্য। ইনি অন্তরের চেতন প্রদীপ হয়েছেন আত্মারূপে হয়ে ভাস্বর। সৃষ্টির সব অঙ্গে অঙ্গে যে মহাসত্য বিরাজ করছে একটু একটু অংশে হয়ে বিধৃত সে সত্যই বাঙ্ময় হয়ে ফুটে উঠতে পারে চেতনার সমগ্রতায়, অস্তিত্বের পর্বে পর্বে।

অন্তরের অন্তঃস্থলে অতি সূক্ষ্ম তাঁর এই অবস্থান হয়ে ওঠে এক মিলন ক্ষেত্র। এই জীবন আর শাশ্বত সনাতনের মধ্যেকার যে যোগসূত্র হয়ে ওঠে রচিত তারই একান্ত এই নিবেদন পর্বে স্বতঃই স্বরূপের মূর্চ্ছনা এসে যায় জগৎ প্রপঞ্চে। জীবচেতন হয়ে একদিকে জীবের জীবনের কর্মময় অস্তিত্বের রূপ রচনা হয়ে যায় জগতের মহাকাশে। ঐ ব্রহ্ম সনাতন তাঁর আদি সত্যকে বিস্তৃত এক ব্যাপ্ত জগৎ চেতনের সবদিকে যেমন করে রয়েছেন ব্যাপ্ত তেমনি, সেই একই তিনি হয়েছেন ঘনীভূত জীবনের গভীর গহন গভীর অন্তঃপুরে রয়েছেন সদাই বিরাজমান।

প্রতি অকৃষ্টম্ নয়নম্ অবলা যত্র লগ্নং ন শৌকু।
কর্ণ আবিষ্টম্ ন সরতি ততৌ যৎ সৎ আত্ম লগ্নম্।
যৎ শ্রীঃ বাচম্ জনয়তি রতিং কিং নু মানং কবীনাং
দৃষ্টা জিষ্ণো যুধি রথ-গতম্ যৎ চ তৎ সৌম্যম ইয়ুঃ।। (ভাগ. ১১/৩০/৩)

ধ্যানী তপস্বী দৃষ্টি গোচর হয়েছে যদি সে রূপ একবার
পারে না বিস্মৃত হতে সে চেতন ঐ মহান রূপের মাধুর্যে।
আবিষ্ট মনে চেতনে ঋষির দৃঢ় প্রত্যয় হয় যখনই উত্থিত।
হয়েছে যখন মনের মাঝে উন্মোচন ঐ মহান প্রকাশের বার্তা
এসেছে ব্রহ্ম স্পন্দন ঋষির ধ্যান তন্ময় চেতনে হতে স্থায়ী প্রেরণা।
ঋষির কাব্য চেতন প্রকাশে এখন হবে মধুবার্তার সঞ্চার।
করতে প্রকাশ জগৎ মাঝে পরম সত্যের জীবন বিগ্রহকে।
যেমনে হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথের উপর কৃষ্ণের অবস্থানে।
দর্শন মাত্রে হয়েছে মেহিত শত্রুমিত্র সকলে কৃষ্ণ ভক্তির হয়েছে সঞ্চার।।

প্রতিটি জীবনেরই রয়েছে সম্ভাবনা-ব্রহ্মচেতন স্পর্শের আর ব্রহ্মভাব আস্বাদনের। এই চেতন স্পর্শ জীবনের মাঝে হয়ে উঠতে পারে ঐ অনন্তের জগৎ সংযোজনের মধ্যে। মহাস্বাদনের এই চেতন দীপ্তি অনুভবে, উপলব্ধিতে যুক্ত হয়ে যায় জীবন মাঝে। যে ভাবধারায় জগৎ পরিচালিত হয়ে চলেছে ঐ ভাবধারার সীমা করে অতিক্রম করেই অন্তর মাঝে ফুটে উঠে শুদ্ধ চৈতন্য। শুদ্ধ চৈতন্য ভগবৎ ভাবে ভরপুর। শুদ্ধ চৈতন্যের দৃপ্ত ব্যাপ্তির সীমা সকল চেনা-জানা বিষয়ের সীমা করে অতিক্রম এগিয়ে যেতে হয় সক্ষম। শুদ্ধ চৈতন্যে জাগতিক বিষয়াদির আরোপ থাকে না। ক্রম সঞ্চারে ভগবানকে বরণ করে নেওয়াই হয়ে থাকে শুদ্ধ চৈতন্যের অভীপ্সা। জগৎ মাঝে জীবনের আগমন পর্বটি হয়ে ওঠে এরই এক বিপরীত বা পরাবর্ত পদ্ধতি। জীবনের আদি মূল হল জগৎ মাঝে জীবনের এগিয়ে যাওয়ার জন্য বহু হয়ে উঠবার বাসনা; অথবা জীবনের নানা বৃত্তি আস্বাদনের বাসনা বা লালসার পরিণতি স্বরূপ জীবনগুলির এই মিলন মাধুর্যের সমাবেশ। ইচ্ছার সূত্রেই থাকে জীবনের ব্যাপ্তির উপাদান। যে উপাদানসমূহ গড়ে তোলে জীবনের মাধুর্য বলয়। যে উপাদান সমূহের মধ্যে রয়েছে লালসার তৃপ্তির পসরা, সেখানেই নিহিত হয়ে রয়েছে নবীন জীবন গড়নের সূত্র। কেমনটি হয়ে উঠবে ঐ নবীন জীবন গড়ন তারই সূত্র নিহিত রয়েছে একেবারেই সূচনায় যখন দু'টি ভিন্ন পরিচয়ের মধ্যেই থেকে যায় ঐ নবীন পর্বের আহ্বানের ইচ্ছা। জাগরণের জন্য জীবন চেতনকে সমন্বিত করে তোলার পথে এগিয়ে যাওয়া। কেমন হবে পরিণতিতে এই নবীন প্রাণের গড়ন সেটি নির্ভর করে ঐ নবীনের আহ্বানে দু'টি জীবনের শুদ্ধ ইচ্ছা প্রসূত চেতন জাগরণের ক্ষণে। যেমনটি তাদের আত্যন্তিক

গুণ ও সম্পদ আর যেমনটি ঐ ইচ্ছার জাগরণের ক্ষণে ইচ্ছার শক্তি-গুণাগুণ পরিমিতি আর বিশুদ্ধতার পরিমাণের উপর। ক্রমে অনন্তের অনুধাবন করবার সামর্থ হতে পারে।

এমনই এক বিপরীত পথ বেয়ে চেতনার উত্তরণ ঘটে জাগরণের পর্বে পর্বে। জাগরণ হল অন্তরের সুপ্ত ভাগবতী শক্তির জাগরণ। যেন ঐ জাগরণটি এক ঘুমন্ত দেবশক্তির ঘুম থেকে উঠে আসা। দেবশক্তি সঞ্চার। ক্রম উন্মোচনের এই পথ পবাহে একের পর এক পথ সঞ্চালন হয়ে চলেছে। যেন সহজাত, স্বাভবিক এক দিব্য চেতন শক্তির এখন উন্মোচন পর্ব। নিত্যবিকাশের পর্ব এটি। শুদ্ধ চেতনে ভগবানের সহজাতঃ স্বাভাবিক, নিত্য অবস্থান — স্বতঃই এগিয়ে চলবার পর্বে।

দিব্য সূর্যের আলোক বিস্তার জীবন মাঝে ঃ

হিমের পর্ণা মৃষিতা বনানি।
বৃহস্পতিঃ অবাকৃতো যৎ সবল্লো গাঃ।
অন অনাকৃতস্য আত্মন্ এনষ্কার।
যং সূর্যায়াম্ মিথ উচ্চরাণ।। (ঋ. বে. ১০/৬৮/১০)

ঐ দিব্য আলোক বর্তিকা রয়েছে ব্যাপ্ত সৃষ্টির সর্বত্র।
এই জীবনের নিত্য আহ্বান হয়েছে ধ্বনিত সদা সমন্বিত ভাবে।
দেবসূর্যের প্রবল বিস্তার জীবনের এই ব্যাপ্তির মূর্ত দিগন্তে।
এখন এসেছে মনের মাঝে স্থিতি প্রশান্তির চন্দ্রশোভা জীবনে।
বিশ্বমাঝে যে ব্যাপ্তি এসেছে জগৎ প্রপঞ্চে হয়েছে তারই নিত্য ভাব।
এখনই এসেছ জীবনের এই স্বতঃব্যাপ্তি জীবনের জাগরণ পর্বে।
এসেছে ব্রহ্ম বিকাশের মহান পথপ্রভা ভগবত্তার উন্মোচনে।
যে দীপ্তি প্রভা এসেছে তোমা হতে হোক তার স্বরূপ প্রকাশ এখন।

পূর্ণত্বের অভিযান পর্বে দিব্য দীপ্তি ঃ

অভি শ্যাবং ন কৃশনেভিঃ অশ্বং।
নক্ষত্রঃ এভিঃ পিতরৌ দ্যামপিষান্।
রাত্রায়াং তমো অদধুঃ জ্যোতিঃ অহন্।
বৃহস্পতিঃ অভিনৎ ইন্দ্রিঃ বিদ্যৎ বা।। (ঋ. বে. ১০/৬৮/১১)

পর্বতের বাধা করে অতিক্রম এসেছে জীবনের নিত্য গতি
এখন হোক দূরীভূত জীবনের সব আবিলতা ব্রহ্মপথের সাযুজ্যে।
যে ভাবদীপ্তি হয়েছে রচনা এই জীবনের উত্তরণ পর্বে।
হোক তার বিকাশ সূচনা এই মহাজীবনের একক পর্বে।
মহাকাশের এই সৃষ্টি প্রয়াস হোক আরও ব্যাপ্ত নবীন ভাবপথে।
অবিদ্যার কাছে না হয়ে আনত আসুক ব্রহ্মবিদ্যা জীবন মাঝে।
আলোর আহ্বান হয়েছে যখন সৃষ্টির সর্বত্র ব্যাপ্ত।
হোক একান্ত নিয়োজনে মূর্ত জীবন মাঝে। এখনই হোক বিধৃত।।

দৈবী প্রভায় আলোকিত ঃ

ইদম্ কর্ম নমঃ। অভ্রিয়ায় যঃ পূর্বাঃ।
অন্বান এনধীতি। বৃহস্পতিঃ সঃ।
হি গোভিঃ সো অশ্বৈঃ সঃ।
বীরেভিঃ সঃ নৃভৈবঃ নো বয়ো ধাতঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৮/১২)

দেবতার এই দেবদীপ্তি জীবনের উন্মেষে হয়েছে যুক্ত।
যেমন করে হয়েছে বে আবাহনের এই ক্ষণের বিকাশ।
এসেছে জীবনের মাঝে তেমন সব মিলনের ব্যাপ্ত সূত্র।
যে ভাব প্রবাহ চলেছে জগৎ মাঝে অনন্ত আবাহনে হয়ে ব্যাপ্ত
হোক সে ভাবের মূর্ত স্পন্দন জীবনের এই গভীর অন্তঃপুরে।
যে আলোক প্রভা করেছে অন্বেষণ জীবন সদাই হয়েছে তার প্রসার

এখন ভাব বিস্তারের এই ক্ষণে হয়েছে দেবতার বাণী নন্দিত।
ঐ জ্যোতির্ময় তিনি করেছেন প্রকাশ স্বীয় মহিমা জগৎ মাঝে।

যজ্ঞের মাঝে নিবেদন ঃ

ভদ্রা অগ্নে বধ্রায়ঃ অস্য সংদৃশে ভদ্রশ।
বামী প্রণীতিঃ সুরেণা উপেতয়ঃ।
যদি সুমেত্রা বিশো অগ্নে ইন্ধতি।
ঘৃতে চ আহুতিঃ যদ্যপি অপেক্ষিতঃ যজ্ঞপতিঃ। (ঋ. বে. ১০/৬৯/১)

আলোর পরশ এসেছে জীবনের মাঝে করতে প্রস্তুত
যা কিছু আনন্দের বার্তা জীবনের জন্য নিত্য উন্মেষে তরে
হয়েছে যত দিব্য বার্তার প্রবাহ জীবনের মাঝে হয়েছে উদয়
উত্তরণের আহ্বানে নিত্য প্রভার মূর্ত দীপ্তির সদা প্রবাহে।
হৃদয় মাঝে হয়েছিল যেদিন অভীপ্সার প্রারম্ভিক অগ্নির সঞ্চয়
হোক তার এখন দিব্য প্রবাহ জীবন মাঝে নবীন বিকাশে।
দেবতার প্রতি হয়েছে যদি স্বতঃ নিবেদন এখন পূজার অর্ঘে
হোক নবীন প্রভায় ভাস্বর জীবন স্বতঃ প্রবাহের এই ক্ষণ মাঝে।

অধ্যাত্ম পথের প্রদান অভীষ্ট সচরাচর ভগবানের অনুভব-উপলব্ধি-স্পর্শ-দর্শন-ভাবগ্রহণ- ভাব আস্বাদন - অন্তরে বরণ - নিত্য স্পন্দন। ভাগবতের আহ্বান রয়েছে সাধকের জন্য ভগবানের পথে এগিয়ে চলায় রয়েছে স্বাভাবিক গতিময়তা। যে ভাবপ্রভায় সাধকনিত্য ভাব প্রবাহে হয়ে উঠবেন নিমজ্জিত। তারই হবে এখন এগিয়ে চলবার ছন্দে যুক্ত হওয়া। বশ্য কিছ সাধন পথে রয়েছে যেখানে পথেই পথের অন্ত। সাধক যোগ পথের ঠিকানায় এগিয়ে চলবেন স্বতঃই বিকাশের এই বিপুল প্রভা করে অঙ্গীকার এক বিশেষ স্বতঃই হয়ে ওঠা এক আকর্ষণ পর্ব। এই আকর্ষণ পর্বে একান্ত আগ্রহে ভগবানের কাছে স্বতঃনিবেদনের জন্য হতে হয় প্রস্তুত। সাধনের নানা পর্বে মনের বিশুদ্ধতার একান্ত আগ্রহে এগিয়ে চলবার জন্য বিশেষভাবে নিত্য ভাবপ্রদীপ জীবনের অনুভবের এই একান্ত প্রবাহের পর্বে সদাই অনুভবের আনন্দে হয়ে ওঠে ভরপুর। এখন এই ভাব প্রবাহ স্বতঃই নিত্য পথের হয়ে উঠবে অনুভবের দৃপ্ত প্রবাহে সদাই হয়ে উঠবে নিত্য পথের অনুভবে। নিত্য পথের এই আবরণ উন্মোচন স্বতঃই হয়ে উঠবে সাধন জীবনের বিশেষ অঙ্গীকার। এমন অনুভবের এই দৃপ্ত আবেশে হয়ে ওঠে সদাই হয়ে ওঠা ভগবানের ভাব-ভাবনা-অনুভব-উপলব্ধি আর আবেশের আহ্বানে।

With no growth taking place, dividing one cell into two is mostly case of sharing out all of the internal molecules, such as proteins, equally between the daughter cells. The very nature of division with no change in net volume means that the concentration of internal protins and nutrients is unchanged. The glaring exception to this general statement is DNA : The undivided cell has forty six chromosomes (twenty three from the embryo's mother and twenty three from the father), and each of the cells produced will also need forty-six chromosomes. The chromosomes therefore have to be replicated before each round of cell division begins. What is more, some system must exist to ensure that the replicated chromosomes are equitably to the daughter cells, not just so that each receives exactly one copy of each chromosome that was inherited from the father and exactly one copy that was inherited from the mother. The system that achieves this accurate seperation of chromosomes is a central feature of animal and plant life and it has existed for around 2.5 billion years. Only for the last two million years or so has it been producing an animal capable of starting to understand it.

(Jomie A. Davies, Life Unfolding : How the human body creates itself, Oxford University Press, 2014, p. 19)

মানবের জীবন গড়নে যে কোষ বিভাজন হয়ে চলে তারই মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে নিত্যদিনের এক ভাবপ্রবাহ। এই ভাবপ্রবাহ জীবনের স্থায়ী পকিকাঠামো গড়ে তোলবার জন্য আগ্রহ আর প্রভাব বিস্তারের উপাদান। আগ্রহ আর প্রভাবের মৌল তাৎপর্য ভগবানকেই বরণ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে জীবন পথে এগিয়ে চলা। সাধন চেতনের সাধন পথে এগিয়ে আসবার জন্যই আবার জীবন প্রবাহের মাঝে চেতনার জাগরণ। চেতনাটি জাগতিক চেতন বৃত্তের সীমা পেরিয়ে এগিয়ে চলবার উপাদান-ব্রহ্মপথে এগিয়ে চলবার উপাদানসমূহ। ব্রহ্মপথে এগিয়ে চলবার পথের উদ্বোধনের পথে উন্মোচন হয়ে যেতে পারে ভগবানের স্পর্শজনিত জীবন প্রবাহ।

সাধন পথের পথচলার জন্য প্রথম প্রয়োজন মন-প্রাণ স্বতঃই হয়ে উঠতে পারে সত্যপ্রভায় আলোকিত। সত্যের এই আহ্বানটি যিনি আত্যন্তিকে করেছেন বরণ তার পথই সত্যময় উপলব্ধির ক্ষণ। সত্যময় উপলব্ধির এ প্রয়াস স্রোতে ঐ বিরাট বিস্তৃত পথ মাঝে যেন রচিত হয়ে যায় আকর্ষণ। আকর্ষণটি নির্বিকার-নিরঞ্জন-জগদানন্দময় ভাগবতী ভাবনা এসে গ্রথিত হয়ে যায় অন্তর মাঝে।

ভাগবতী ভাবের বীজ প্রথম যেদিন হয়েছিল নবীন ভাববিকাশের জন্য হয়ে উঠবে উন্মোচনী। ভগবানকে বরণ করবার ভাবনা-ভাব-আকর্ষণটি জীবনের মাঝে ভাগবতী বীজ বপন। যেমন করে মানব জীবনের পরম্পরার প্রবাহে ক্রমে দু'টি প্রাথমিক কোষের মিলনই এই জীবনের সূত্রকে আলিঙ্গন করে নেওয়া। যে জীবন প্রবাহ এই ভাগবতী ভাবনা ও বিশ্বাসের বীজ ক্রমে বিকশিত হতে পারবে জীবনের মাঝে এগিয়ে চলবার এই বিকাশে। জীবন গড়নে যেমন করে স্বতঃই হয়ে উঠে কোষগুলির ব্যাপ্তি এক থেকে বহুতে পরিণত হওয়ার, যেমন করে একটির পর একটি পর্বের মধ্য দিয়েই হয়ে ওঠে কোষের বিভাজন আর ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে জীবনের কাঠামো আর ভিতরের সম্পদ গড়ন। এই সম্পদ গড়নই ভাগবতী পথেরও এগিয়ে চলবার পর্ব ক্রমে হয়ে ব্যাপ্ত আর প্রসারিত। ভগবানের বিশ্বাসের বীজ ফুটে ওঠে যদি জীবনে, একে লালন করবার উপযুক্ত সংযোগ চাই। ভাগবতী বিশ্বাসের সহযোগী হল ভালবাসা আর ভক্তির আবরণ। ভালবাসা আর ভক্তির এই আবরণের আবহে গড়ে উঠবে ভাগবতী ভাব সংবেদ। একটির পর একটি পর্বে এই ভাগবতী ভাব প্রবাহ হয়ে উঠবে গাঢ় এক ভাগবতী ভাবতনু। এই জড় অবয়বের অভ্যন্তর থেকেই ভাগবতী ভাবতনুর গড়ে ওঠা। তিনি স্পন্দনে-নন্দনে ভাব বিকাশের এই বিপুল প্রবাহে অন্তর বাইরেই ভাগবতী চেতনে পরিপূর্ণ এই জীবন।

দিব্য আলোর প্রবাহ মাঝে ঃ

ঘৃতম্ অগ্নে বধ্য অশ্বস্য বর্ধনং।
ঘৃতম্ অন্নং ঘৃতম এব অন্য মেদনম্।
ঘৃতেন আহুতম্ উর্বিয়া বি পপ্রথে।
সূর্য এব রোচতে সপিঃ আসূতিঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৯/২)

জীবন মাঝে হয়েছে যে জ্ঞানের উন্মেষ কল্যাণ ব্রতে।
জীবনের এই ব্রতপথে যে নিবেদন হয়েছে মূর্ত সদা বিকাশ তরে।
এখন হোক শিখাময় ঐ অগ্নির দীপ্তি সদাই বিকশিত।
ঐ পরম জ্যোতির্ময়ের এই সাধন প্রয়াসের এখন নবীন অঙ্গে।
আলোর দেবতা তুমি দিয়েছ আলোর মালা জীবন মাঝে
এসেছে যে আলোর বর্ষণ তোমারই অনন্যতার নিত্য বর্ষণে
দাও ঐ আলোকের দিব্য ভাবরাশির সদা প্রবাহ নবীন ভাব স্পন্দনে।
ঐ দিব্য সূর্য যেমনে চলেছে বিলিয়ে অখণ্ড শক্তির এই প্রকাশ পর্বে।।

অন্তরে দিব্য অগ্নি ঃ

যৎ তে মনুঃ যৎ অনীকং। সুমিত্রঃ।
সমীধে অগ্নে তৎ ইদং নবীয়ঃ।
সঃ এব অচ্ছেষঃ চ সঃ শিঠনঃ জুষস্ব।
সঃ বাজং দর্ষিঃ সঃ ইহ শ্রবো দাত্রং যৎ ইদং তে অস্মে।। (ঋ. বে. ১০/৬৯/৩)

ঐ আলোর বার্তায় হয়েছে মুখরিত সব অঙ্গাদি
এখন হোক আলোর প্রবেশ জীবনের অন্তপুরে সদা বিকাশে।
যে ভাবদীপ্তি করেছে মুখর জীবনের এই উন্মেষে সদাই—
হয়েছে তারই নিত্য স্ফূর্তি যেমন বিকাশ তেমনই প্রকাশ পর্বে।
অন্তর আলোক হয়েছে বিশুদ্ধ এই ভাবপ্রথের মহিমায়।
যেমন করেই জেগেছে নিত্য দিনের ভাব প্রকাশ পর্বে স্বমহিমায়।
এখন আসুক জীবন মাঝে তোমারই মধুবার্তা স্বতঃ সঞ্চালনে।
অন্তর মাঝে জেগেছে অগ্নির দীপ্তি নিত্য প্রবাহের এই জাগরণে।।

তুমিই হয়েছ সব এই আমিত্ত ঃ

যৎ তে মনুঃ যৎ অনীকং। যং ত্বাং পূর্বম্ ঈলিনী।
বধ্রস্বঃ সমীধে অগ্নে। সঃ ইদং জুষস্বঃ।
সঃ নঃ স্থিতপা উৎ ভবা তনুপা।

দাত্রং রক্ষস্ব যৎ ইদং তে অস্মৈ।। (ঋ. বে. ১০/৬৯/৪)
তোমার ঐ দিব্য অগ্নির প্রবাহ এসেছে জীবন মাঝে
সাধন যজ্ঞে হয়েছে যদি সৃষ্টি ভাগবতী প্রবাহ
তবে তোমায় করেছি ধারণ হৃদয় মাঝে এখন
হয়েছি তোমায় মনের ভাবসামর্থে যুক্ত সদাই।
দাও তোমার ভালবাসার অগ্নির সলিল ধারা।
যেমনে দিয়েছ উপহার এই সৃষ্টির মাঝে পরম চেতনে।
হয়েছে তারই বিস্তৃত বিকাশ পথমাঝের এই অন্বেষণে।
দাও তোমারই তুমিতে ভরিয়ে এই অন্তর আকাশ সমগ্রে।।

জগৎ সীমায় অতিক্রমী তোমারই ভাবপথে ঃ

ভবা দ্যুম্নৌ ব্যাধ্র অন্বীত।
গোপা মা ত্বা তৎ ঈঁৎ অভিজন্মানাম অতি।
শূর ইব ধৃষ্ণু অবচনঃ সুমিত্রঃ।
প্রঃ নুঃ বঃ উচং বাধ্রস্ব এতাবন্ব নামঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৯/৫)
তোমার দেওয়া ঐ দিব্য আলোক রাশি এসেছে।
জীবনের এই পরম সন্ধির মূর্ত আবহে তোমারই সমীপে
তোমায় পেয়ে অনুভবে করি অর্চনা স্মরণ মননের তরে।
এখন হয়েছে জীবন প্রদীপ দীপ্য জীবনের নিত্য আবহে।
যেমনে পেয়েছি তোমায় তোমার ভাবপথের মূর্ত আবহে।
মানবের সত্যচ্যুতির হয়েছে এখন বিপুল প্রসার জগৎময়।
দাও তোমার কৃপার বারি করতে সিঞ্চন মানব চেতনে।
হোক রূপান্তর সব মনের চেতনের জগতের সীমা অতিক্রমী।।

সাধকের অনুভব পর্বে একটি চেতন কণাই ক্রমে বহু কণাসমূহের মধ্য সঞ্চারিত হয়ে উঠবে জীবনের জাগরণের জন্য। একটি চেতন কণা মনের আকাশে যখনই ফুটে ওঠে, এটি থাকে অপেক্ষায়; আরও কিছু উপাদান প্রয়োজন এই চেতন কণার বিকাশের জন্য। যেমন এই জীবন প্রবাহ হয়ে ওঠে জীবনের জন্য ক নিত্য উন্মোচনী তেমনি হয়ে রয়েছে এরই অভ্যন্তরে অনন্ত চেতনের দিকে দিকে প্রসারিত হয়ে জীবনকে তার পরিমিতির মধ্যেই সামগ্রীকতায় বরণ করে নেওয়া। একটি চেতনের এই বিকাশ পর্ব আরও ব্যাপ্ত চেতনের ভাব উন্মোচনী হয়ে উঠবে। বিশ্বাসটি শ্রদ্ধায় নিমজ্জিত হয়েই যদি চলে এগিয়ে তবে ঐ ঐ নিমজ্জনটি যেন এক বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। শ্রদ্ধা হল গভীর নিবেদনের প্রকাশ। ভাগবতী ভাবস্পন্দন শ্রদ্ধায় অন্বিত হয়ে গড়ে তোলে এক নিবেদনের ক্ষেত্র। এই নিবেদনের ক্ষেত্রেই রয়েছে জীবনের গাঢ় গভীর স্পন্দন। যেমনই গাঢ় হয়ে উঠবে নিবেদন, তেমনই গভীর ও ব্যাপ্ত হয়ে উঠবে জীবনের চেতন সমুদ্রে দৃপ্ত সূর্য প্রভা। ভাগবতী ভাব চেতন এখন প্রতিটি ক্ষণপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে গড়ে দেবে নিত্য ভাবপ্রবাহের ছন্দ। জীবনের এই বিপুল উন্মুক্ত ক্ষেত্রে এখন হয়েছে ভগবানের বার্তা, ভগবানের ভাব, ভগবানের ভাবছন্দের নিত্য কীর্তন। প্রতিটি ক্ষণেই যেন এমন অবস্থায় হয়ে চলেছ অবারিত, স্বতঃই ভাবপ্রবাহের ক্ষেত্র। এখনই তাঁর এই আবেশের গাঢ়তায় ভরপুর সাধন জীবন ক্রম ভাব সঞ্চারের আনন্দে ভরপুর।

The copying of DNA is in many ways the simplest part of the process, and is also the oldest, having existed in a basic form for at beast 3.5 billion years. It uses the fact that DNA molecules exist as a pair of nucleotide chains (sometimes called strands). Where there is an 'A' neucleotide on one chains there is always a 'T' facing it on the other, and where there is a 'C' on one chain, there is always a 'G' facing it on the other. This rigid pairing rule, which arises simply from the detailed chamical shaps of neucleotides A.T.C. and G means that each single chain of DNA carries enough information for the sequence of its partner chain to be deduced. When a cell needs to replicate DNA, a complex enzyme first separates the two chains. It then assembles a new partner chain for each or loss originals, bringing new neucleolus together in the order determined by the order of the neucleus is on each original chain. Each new chain stays with old one that was

used to spacing its construction are the result is two DNA double chained molecules where used to be one. The DNA has effectively been copied. The proteins of the chromosome, around which DNA wraps, are added once the DNA has been copied.

(Jamie A. Davies, Life Unfolding; How the human body creates itself, Oxford University Press, 2014, p. 19)

জীবনের প্রতিষ্ঠা লাভের রয়েছে নানা দিক। অর্থ-সম্পদ-নামডাক-প্রতিষ্ঠা-প্রাচুর্য - জীবনে সবরকম উপভোগের জন্য শারীরিক ও মানসিক সামর্থ-উপভোগের অবাধ উপায় জড় চেতনের চূড়ান্ত অর্জন — এ সবেরই ভিত্তি হল বাসনা-কামনা। বাসনা-কামনায় রঞ্জিত হয়ে জীবন যখন নানা ধরনের জৈব আকর্ষণের দ্বারা মুগ্ধ আবেশিত হয়ে যায়, তখনই আসে ঐ অনন্ত চেতনের উন্মোচন দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার তাগিদ ও প্রবণতা। ক্রম বিস্তারে জড় চেতন যখন সবই গ্রাস করতে উদ্যত হয়, হৃদয়-প্রাণ-মনের সহযোগ, হলে জীবনের সবটাই জড় চেতনের জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। জড় চেতন এমন পরিস্থিতিতে হয়ে ওঠে সর্বগ্রাসী। বাৎসায়ন লিখেছেন কামনার সূত্রগুলি। সেখানে বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করেছেন এমন পরিস্থিতিতে জীবের মনের অবস্থা। জীবের মনের ক্রিয়াশীল অংশ সর্বদাই ভোগের অনুসন্ধান করে। জগৎময় যা কিছু রয়েছে সবেরই মধ্যে ভোগের উপাদান খুঁজে ফেরে। বাৎসায়ন বর্ণনা করেছেন সবচেয়ে নিচু স্বভাবের পশুদের যে মনের বৃত্তি বা পরিচয় তার চেয়েও বেশিমাত্রায় নিম্নগামী হয়ে উঠতে পারে এই মানুষটি তখন। জড়বৃত্তির বাসনা-কামনা ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠে। মনের এমন বস্থাকে বলা হয়েছে 'তমোত্তম মসি লিপ্তম্' — ঘন অন্ধকারের জমাট মেখে আবৃত চেতনা। বাৎসায়ন একে বলেছেন 'গরল-নিকেতনে বিষময় সর্প'। এমন পরিস্থিতি অথবা এরই একাংশ যখন জীবনকে গ্রাস করে সে ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র সবই পাশবিক বৃত্তিরও পরিসীমা পেরিয়ে চলে যায়। এমন মনের অবস্থায় অস্বাভাবিক নিম্নরুচির ভাবনার আবেশ মনকে গ্রাস করে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে পাতালের অতলে-জীবন পশুবৃত্তির স্বীকার হয়ে যায়। মানুষের স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিও তখন এই মনের কাছে হয়ে যায় দূরের বিষয়। মানুষের মানবিক বৃত্তির উত্থান-পতনের সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে উর্দ্ধচেতনে পৌঁছান হয়ে ওঠে দুষ্কর।

যে ভাবরাশি জীবনের পথ সঞ্চারে এগিয়ে চলতে চায় ভগবানের অভিমুখে; সেই মানুষ স্বতঃই হয়ে যাবে ঐ বাসনা-কামনাশ্রিত অন্ধকারের গ্রাস থেকে মুক্ত অন্ধকারের গ্রাসে আচ্ছন্ন মনও পারে মুক্ত হ'তে যদি সে পারে ভগবানকে স্মরণে মননে বরণ করতে। ভগবানের আশ্রয়ই মুক্তির দ্বার। তাঁর কৃপা হলে এক মুহূর্তেই দূরে চলে যাবে অন্ধকারের আবরণ; ফুটে উঠবে ব্রহ্ম নিনাদ।

দৈবী প্রাচুর্যে
হয়েছি ভরপুর ঃ

সমং বিজয়াঃ পর্বত্যা বসুনি।
দাসা বৃত্রানি অর্যা। জিগেথ।
শুর ইব ধৃষ্ণু এষঃ চ ইব অনৌ জনানাং।
ত্বম্ অগ্নে পূতম্ আয়ুঃ ভি অষ্যা।। (ঋ. বে. ১০/৬৯/৬)

প্রেরণার ভাব প্রবাহ এসেছে তোমা হতে এই জীবন মাঝে।
তোমারই শক্তিতে হয়েছে ভাস্বর এই সৃষ্টির সব কন্দর।
যেখানেই হয়েছে তোমা বিনা ভিন্ন ভাবদীপ্তি এসেছে প্রবাহ।
তোমারই চেতন দানের শক্তি দিয়েছে জীবন মাঝে দিব্য প্রেরণা।
ঐ ভাবপ্রবাহ এসেছে জীবন মাঝে নিয়ে তোমার আহ্বান।
এখনই হোক তোমার ভাব বিকাশ জীবনের এই অনন্ত প্রবাহে।
হে পরম হে সত্য তোমারই নিত্য ভাবপ্রকাশ আর আবহে।
হৃদয় অগ্নি হয়েছে মূর্ত তোমারই এই নিত্য ভাব আবেশে।।

দিব্য অগ্নির এই
আত্মপ্রকাশ তরে ঃ

দীর্ঘ তন্তঃ বৃহৎ অক্ষয়ম্ অগ্নিঃ
সহস্র বিস্তারো শতন ইদম ঋন্তাঃ।
ইতৎ ইমান্ দ্যুমৎ এসু নৃভিঃ।
মৃজ্যমানঃ সুমিত্রম্ এযু দীদয়ে দেবায় অস্তুঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৯/৭)

দিব্য অগ্নির এখন হয়েছে ব্যাপ্তি হৃদয়ের সব প্রান্তরে।
শত সহস্র ভাবধারার এখন হয়েছে নিত্য ভাব বিস্তার।
এখন হোক বিকাশের ধারা যেমনই হোক সে বিকাশ

বিশ্বময় দিয়েছি ছড়িয়ে সব ভাবধারার নিত্য সম্ভার।
তোমারই ভাবপথে পেয়েছি নবীন সত্যের পরশ।
যেমনে দিয়েছ তোমায় চিনবার পথ করে অতিক্রম জগতে।
দেবতার ভাব প্রবাহ এসেছে এখন নবীন চেতনে।
দৈবী অগ্নিতে হয়েছে সংযোগ তোমায় করে বরণ জীবনে।

কৃপার অবাধ বারি ঃ

ত্বে ধেনুঃ সুদুখা জাতবেদা।
সক্ষতেবঃ সমনা সবর্ধুকঃ।
ত্বং নৃভিঃ ইধ্যসে দক্ষিণাৎ অভিঃ অগ্নেঃ।
সুমিত্রেভিঃ ইধ্যসে দেবয়ৎ অভিঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৯/৮)

তোমারই কৃপার স্রোত এসেছে জগৎ মাঝে সর্বত্র।
হয়েছে যদি নিত্য বিকাশের পথের যাত্রা প্রস্তুত
চলেছ ঐ কালের রথে হয়ে উপবিষ্ট স্বয়ং।
কালচক্র করেছ আবর্তন সদা প্রসন্ন দানে।
জীবন মাঝে হয়েছে যে অগ্নি দীপ্য এখন তারই ক্ষণ।
তোমারই জীবন চর্যার এই পথ মাঝে এসেছে সব।
প্রাণ হয়ে নিত্যই জীবনের এগিয়ে চলবার শক্তির উপহার।
তোমার কৃপার বারি করুক উন্মোচন ঐ দিব্য সংবেদ।।

দিব্য প্রভায় ভাস্বর মন ঃ

দেবাশ্রিত তে অমৃতা। জাতবেদাঃ।
মহিমানম্ বাধ্বস্য প্রবোচন।
যৎ সংপৃচ্ছং মানুষি আবিষো আয়ন্।
ত্বং নৃভিঃ অজয় সঃ তু আবৃতেভিঃ।। (ঋ. বে. ১০/৬৯/৯)

সাধন যজ্ঞের এই প্রত্যয় প্রাপ্তির দিব্য আহ্বানে।
তোমায় করেছে বরণ যে প্রাণ স্বতঃ বিকাশের এই পর্বে
এখন হোক সে বিকাশের পথ উন্মোচন সাধন প্রবাহে।
তোমারই ভাবপ্রদীপ হয়েছে সাধন অগ্নিতে ভাস্বর।
শিখাময় জিজ্ঞাসার দীপ্তি হয়েছে উন্মোচন এখন
ছিল যবে একান্ত নিবেদনের পথে মনের আবরণ উন্মোচনে।
জগৎ চেতনের বাধার চাদর গিয়েছে সরে চিরতরে
এখন শুধুই তোমার প্রভা করেছে ব্যাপ্ত জীবনের পর্বে পর্বে।

ব্রহ্মচেতনের দ্বার উন্মোচন হয় ব্রহ্মভাবনায় — ব্রহ্মভাব গ্রহণ-ব্রহ্ম বরণে। ব্রহ্ম স্বয়ংই সত্যময়। তিনি সত্য। তিনি সত্যের শ্রষ্ঠা। এই জগৎ মাঝেই রয়েছে ছড়িয়ে ব্রহ্মবীজ সর্বত্র। খুঁজে নিতে হয় তাঁকে। ব্রহ্মবীজ রয়েছে মিশে জগতের মাঝে সব জীব পরিচয়ের মধ্যেই তিনি হয়েছেন সবকিছু। তিনি ভগবানকেই বরণ করতে খুঁজে নিতে দূরগামী হবার প্রয়োজন কোথায়? তিনি স্বতঃই সর্বত্র বিকশিত। গাছের ফুটে থাকা ফুলটির অবয়ব গড়ে উঠেছে এক প্রেরণার শক্তি নির্ভর হয়ে। ঐ প্রেরণার শক্তি ভগবান স্বয়ং। প্রতিটি শুভ-সুন্দরের মূলে প্রেরণা হয়ে তিনি রয়েছেন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। তিনি স্বয়ংই এই বিপুল প্রকাশের মাঝে এক অদৃশ্য প্রেরণা হয়ে রয়েছেন বিরাজমান। যে ফুল এখন শোভাময় করে তুলছে জীবনকে তিনিই জগৎ মাঝে রয়েছেন ফুলটির ফুটে উঠবার প্রেরণার বীজ রয়েছে ওরই অভ্যন্তরে। যে প্রেরণায় আপ্লুত হয়েই জগতের কাছে নিজের উপহার নিয়ে এসেছে ফুল। কুঁড়ি থেকে রূপান্তরের পথেও হয়েছে ফুল। ও দান করে। জগতের জন্য রয়েছে ওঁর শোভা, আর নিজের পরিচয়কে দৃঢ়তর করতে ও নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ফলের দিকে। এই ফুল হয়ে তার সুগন্ধ শোভা জগৎকে বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে নিঃস্ব করে ওর চরম উৎকর্ষ ভগবানের চরণাশ্রয়।

The first problem is that of defining the centres of the new daughter cells. It is easiest to start by understanding how a normal adult cell one that is not preparing to divide but just resting defines its centre.

The problem seems trivial at first meeting, but the more it is considered, the tougher it becomes. Cells in general are not of an exactly predictable shape, and the shapes of many depend closely on their immediate environment; this rules out using any kind of predetermined plan. The diameter o a typical human cell, about a hundredth of a millimetre across, seems tiny to us, who consists of a million million cells, it is however, a thousand times larger than the length of a typical protein molecule. Yet complexes of proteins have somehow to find the cell centre. To represent the problem at a whole body scale. It is like individual humans who the blind folded and deaf, and can communicate only by touch, being placed inside the Albert Hall and having to cooperate to find its middle.

(Jamie A. Davies, Life Unfolding : How the human body Creates itself, Oxford University, Press 214, p. 20)

প্রকৃতির মাঝে রয়েছে যতকিছু রয়েছে উপাদান সবেরই ফুটে উঠবার জন্য উপাদান অন্তরেই রয়েছে বিদ্যমান। অন্তরের মাঝে রয়েছে যে সদ্‌বস্তু জীবনের এই পথচলায় - এর ভরপুর হয়ে আছে অন্তরের সম্পদে। অন্তরের সম্পদ রয়েছে এরই মধ্যে। এই অন্তরের সম্পদকে বরণ করে নিয়েই এগিয়ে চলেছে জীবনের রথ। জীবনের যা কিছু আন্তর সম্পদ সেসব ফুটে ওঠে কালের পথপ্রবাহে। কালের এই পথ চলার মধ্য দিয়েই জীবনের এই প্রগতির পর্বে পর্বে ফুটে ওঠে জীবনের একান্ত নিবেদনের যা কিছু হয়ে রয়েছে একান্তভাবে জীবনের তার হয় বিকাশ। বিকাশের সূত্র হল জীবনের জন্য যে পথপ্রবাহ তার মধ্য থেকেই ফুটে ওঠে সম্ভাবনার সূত্রগুলি। সম্ভাবনার প্রদীপ যদি হয়ে ওঠে শিখাময় তবেই সম্ভাবনার সূত্রকেই ঐ বিষয় ও সামগ্রীর মধ্যেকার সূত্রগুলি হয়ে ওঠে একান্ত নিবেদনের। এই নিবেদনই জীবনের জন্য হয় নিরুপণকারী।

বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টির মাধুর্য ও প্রাচুর্যের পর্বসমূহ হয়ে ওঠে নবীন ভাব সম্পদে ভরপুর। একটি কণার সম্ভারই ক্রমে ব্যাপ্ত হয়ে পরিণত হয় এক বিরাট মহিরুহে। এই মহিরুহ সদা হয়ে ওঠে পরণত এক বিকশিত প্রভা। এই পরিণত বিকশিত অবস্থাট সম্ভাবনার সুপ্ত হয়ে ছিল এ এক ক্ষুদ্র কণা পরিচয়ে মধ্যে। এই কণা পরিচয়টিই সৃষ্টির বীজ। নিত্য নিরঞ্জনের জগৎপ্রভা সূচিত হয়ে যায় জগন্মাতার পরিপালনে ঐ বীজের বিকশিত বিশাল সৃষ্টর পসার। ক্রমবিকাশ সৃষ্টির রথকে এগিয়ে নিয়ে যায় সাধন পথে, সাধকের এই পরিনামি সাধন প্রভায়। এমন করেই গড়ে ওঠে নিত্য নিরঞ্জনের জগৎ মাঝে ভাস্বর হয়ে জীবনের পরিচয় রচনা করা। জীবনের পরিচয় রচনা করা। জীবনের পরিচয়টি ভাগবতী বিকাশের এক অনবদ্য স্পন্দন। যে কণা প্রকাশটি আদি রূপে আদি সত্য হয়ে বরাজ করছিল ঐ আদি সত্য জীবনকে দিয়ে যাবে নবীন ছন্দ। এই ছন্দই স্বাভাবিক রীতিকে অনুসরণ করেই চলবে এগিয়ে। একটি জীবতনুর গড়নে যেমন কোষ বিভাজন ঘটে থাকে ক্রমে নবীন অবয়ব সৃষ্টি করতে, তেমনি নবীন অবয়বেরই বিকশিত রূপ যেন স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতির নিয়মকে বরণ করেই বড় হয় আর নিজ পরিচয়কে গ্রথিত করে দেয়।

অধ্যাত্ম রাজ্যও এমন করে স্বতঃই স্বাভাবিক রীতিতে আরও গভীরের অনুভূতি পেতে পারে। একটি বিশ্বাসের বীজ এমন করেই জীবনকে পরিচালিত করতে একটি রীতিকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। জীবের জৈব চরিত্রই এই বিকশিত বীজ। যখনই চেতনার কণা বরণ করে নেয় জীবনের পটভূমিতে ব্রহ্ম অনুভব, ততই হয়ে ওঠে বিকাশের পটভূমি রচনা। এমন করেই ক্রমবিস্তারে ব্রহ্ম বিকআদ্বশ জীবনকে বরণ করে নেয় ভগবানের ভাবস্পর্শে জগতের মাঝে জীবনের দিব্য পরিচয়।

তোমারই দিব্য উত্তরাধিকারে ঃ

পিতেব পুত্রম্ বিভৎ উপস্থে
ত্বম্ অগেমন বধ্যশ্বঃ সমর্যন্।
যানৌ অস্য সমিধং যবিষ্ঠোব।
পূর্বাং অবনী ব্রাধ্য অশ্বিত।। (ঋ. বে. ১০/৬৯/১০)

তুমিই করেছ বিকশিত তোমায় জগতের মাঝে হে সত্যময়।
এখনই এসেছে তোমার ভাববার্তা জগৎময়।
হয়েছে দিব্য প্রকাশ তোমার নিত্য আগ্রহের ছন্দে।
এখন সদাই হোক তোমার এই কৃপার প্রদীপ জাগ্রত।
তোমারই শক্তির বিকাশ হোক সৃষ্টির মাঝে প্রকট
যে ভাব প্রদীপ নিত্য প্রকাশের ক্ষণমাঝে হয়েছে বিকশিত
এখন তারই হয়েছে দৃপ্ত প্রত্যয়ে উন্মোচন জীবনের জাগরণে।
তোমারই শক্তির প্রভায় জগৎময় হবে দিব্য জাগরণ এখন।

এখন নিত্য ভাব বিকাশ ঃ শশ্বদে অগ্নি বিধ অস্থ অস্য নিত্য
শক্রন্ নৃভিজিগায়। সুতসোমঃ অবদভিঃ।
সমনং চিৎ অহঃ চিত্রভানো অব
ব্রাধন্তমং। অভিনৎ। বৃধক্ষিৎ। (ঋ. বে. ১০/৬৯/১১)
দিয়েছ তোমারই অগ্নি প্রভায় দিব্য জ্যোতিঃ
এখনই এসেছে যে ভাবপ্রদীপ হয়েছে তার নিত্য জাগৃতি।
দাও তোমারই জ্ঞানের সঞ্চার জীবনের এই ক্ষণে।
উদার উন্মুক্ত দিব্য পথ চলায় হোক স্বতঃই তোমার জাগরণ।
এখন আসুক এই বিকাশ পথের নিত্য সূচনার ক্ষণ।
তোমায় করেছি সাধন পথের অন্বয়ে অন্তরে গ্রহণ।
হোক তোমারই বিকাশ ধারায় নবীন সংযোজন।
তোমারই কৃপার প্রবাহ হোক সঞ্চার শত উন্মোচনে।।

জগন্মাতার দিব্য আলোকে ঃ অয়ম অগ্নিঃ বধ্যস্য অস্য বৃত্যহা।
সনকাৎ প্রৈত অভূৎ নমসঃ উপবাক্যঃ।
স নৌ অজামীন্ উরুৎ বা বিজামিন্।
এভি তিষ্ঠ শর্বতো বাধ্রস্ব।। (ঋ. বে. ১০/৬৯/১২)
এই অগ্নির প্রকাশ জীবনের মাঝে দিব্য শক্তি।
যে আলোর মালা হয়েছে প্রস্তুত এসেছে আহ্বান।
এখন জীবনের ক্ষেত্রে হোক প্রস্তুত তোমায় নিবেদনে।
যেমন করে এসেছে প্রেরণা জগন্মাতার চেতন স্পন্দনে।
হোক তোমারি বিকাশ এই জীবনের পর্ব মাঝে।
যেমন করে এসেছে তোমারি নিত্য ভাবনার দীপ্তি
হোক তোমায় নিবেদনের এই আকূতি তেমনই একান্তে
আসুক তোমারই জাগরণ প্রদীপ করতে আলোকময় জগতে।।

অনুভবের দীপ্তি ঃ ইমাং মে অগ্নে সমিধং জুষস্ব।
ইলষ্পদে প্রতি ইর্যা ঘৃতাচীম্।
বর্ষ্মন পৃথিব্যাঃ সুদিনত্বে আহ্বান্।
উর্দ্ধো ভব সুকৃতো দেবজয্যা।। (ঋ. বে. ১০/৭০/১)
অগ্নিদেবতা তোমায় করি আহ্বান স্বতঃই।
এখনই হয়েছে জীবনের মাঝে তোমার আবাহন একান্তে।
জীবনময় হোক তোমারই আলোর দীপ্তির দৃপ্ত প্রকাশ।
অনুভবের এই ক্ষণপ্রভায় পেয়েছি তোমায় জীবনময় জগতে।
এখন আসুক তোমারই ভাবপ্রদীপ জীবনের নিত্য জাগরণে।
ঐ দৃপ্ত ভাবপর্বে হোক তোমারই ভাবদীপ্তির প্রকাশ।
যে ভাবদীপ্তি হয়েছে জীবনের আশ্রয়ে এসেছে প্রভা।
হয়েছে তারই নিত্য প্রকাশ জীবন মাঝে উন্মোচনে।।

অন্তরমাঝে ব্রহ্মভাবনার সূত্রপাত যদি হয় তবে ঐ ভাবনার আর চিন্তার ভাব পরম্পরায় ফুটে ওঠে জীবন মাঝে ভগবানের জ্যোতির্ময় প্রদীপ। ঐ জ্যোতির্ময় প্রদীপ জীবনের জন্য দিব্য আলোক সঞ্চারী। দিব্য আলোকে বিভাসিত হয়ে সমগ্র হৃদয় ব্যাপ্ত হয়ে যায় অনন্ত ভাবপ্রদীপের দিব্য বিস্তারে। এমন করেই ফুটে ওঠে হৃদয় মাঝে এক অনন্তের সন্ধান। অসীম, অনন্ত ঐ ভাগবতী ভাবসমুদ্র ক্রমে খুঁজে পায় অন্তর মাঝে ঐ জ্যোতি রাজের জ্যোতি প্রভা। যে ভাব হয়ে ওঠে নিত্য পথের পাথেয়।

ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতিপরম। ব্রহ্মণা বিপশ্চিৎ এতি।

সাধান পথের আগ্রহী প্রাণ ক্রমে অন্তরের শক্তি প্রবাহ পথে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নিত্য বিস্তারে হতে এই প্রবাহের শক্তির উৎস। যে শক্তির প্রাথমিক পরিচয় ছিল প্রাণের বিকাশের সম্ভাবনার সূচনা। এই প্রাণের উন্মোচনে জীবকোষগুলি জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তির পথের অভিযানে এগিয়ে যেতে পারে। এই প্রাণবিকাশ প্রাণশক্তির বিকাশে জীবকোষগুলির স্বাভাবক প্রসার ও চলনের ফলে এগিয়ে চলবে চেতনার স্রোত। চেতনার এই স্রোতই ক্রমে গুণবিকাশের মানব চেতনের জড় সীমা অতিক্রম করে ব্রহ্ম চেতনকে বরণ করে নেয়। ব্রহ্মচেতন এখন সাধকের জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তির প্রসারে হয়ে ওঠে জীবনের বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। জীবনের বৃত্তি হয়ে ওঠে ব্রহ্মচেতনের অন্বয়ে বৃত। জীবন এখন ব্রহ্মভাবে হয়ে ভরপুর ব্রহ্মচেতনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই ব্যাপ্ত হয়ে যাবে।

The systems used to drive the first cell division are used again and again in the embryo, and from now on we can take them for granted. Again this is typical of biology – When something works it tends to be reused. Sometimes adapted a little as embryonic development proceeds. Almost as soon as the first cell division is completed, each of the two cells begins to copy its chromosomes and to divide so that there are four cells in the embryo. This pattern continues for a white, although differents cells drift with respect to the exact timing of division, so from about the sixteen celled stage and perfect multiples of two progression becomes blurred. Most of the time, all of the cells produced by cleavage of the early embryo remain stuck loosely together. Occasionally, in around one in twelve hundred births, the cells fall apart into two separate clumps. Each clump will go on to make a complete embryo of its own, and these embryos will each have its own placenta and be surrounded by its own membranes. This is one of three ways in which identical twins can arise, and it accounts for about a third of cases. All of the cells must be equally capable of making any part of the body and there is no special cell that is either in charge of or committed to making one part.

(Jamie A. Davies, Life Unolding : How human body creates itself, Oxford University Press 2014, p. 27)

ব্রহ্ম ভাবনাই ব্রহ্মবীজ গড়ে তোলে জীবনের মাঝে। ব্রহ্মভাব সমৃক্ত ভাবনা ক্রম পরিচয়ে ব্রহ্ম চেতনের মার্গে প্রবেশের পথ উন্মোচন করে দেয়। এমন ভাবমার্গ ক্রম উন্মোচন পর্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে এক অপূর্ব পরিণামী সম্পদ যোজনা করে দেয়। ভাবনার ঢেউ ক্রমে ভাগবতী স্পন্দন ফুটিয়ে তুলতে পারে বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ভগবানকে বরণ করে নেয় গভীর অন্বয়ে।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। যঃ বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমান্।

তিনিই অনন্ত অসীম। ভগবানই এই অনন্তের অভিযানে ক্রমে সাধকের জন্য হয়ে ওঠে নিত্য সহায়ক। সাধক তার জীবন পথের পরিসীমার মধ্যে ভগবানকে বরণ করে সনাতনী ভাব বিকাশের এই অসীম ভাবধারায় গড়ে তোলে এক বিশাল স্পন্দনের ঢেউ। বিশাল এই স্পন্দন জীবনকে বরণ করে নিয়ে একান্ত নিবেদনে ঐ ভাবস্পন্দনকে নানাভাবে আস্বাদন করে ফেলতে চায়। এই ভাবধারা জীবনের শক্তিকে সহজাত উৎসাহ দিয়ে গড়িয়ে দিতে পারে মনের অভ্যন্তরে। এই ক্ষণটি আবার জীবনের জন্য হয়ে ওঠে মহা মূল্যবান। জীবনের পরিকাঠামো গড়তে গিয়ে ক্রমোজোম সংখ্যা নানাকারণে অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। অন্তর চেতনের পরিকাঠামোয় চেতন মার্গের এই একান্ত উন্মোচনের ক্ষণটি জীবনের জন্য উদার অসাধারণ এক অন্বয়ের সূত্র গড়ে তোলে।

জগতের সত্যকে বুঝতে গেলে সরাসরি জগৎ মাঝে যেসব উপাদান এসে হতে চেয়েছে জীবনের একাঙ্গ তারই এখন ঐ সঞ্চার ও উচ্চমনের জন্য প্রাণের গভীরে গিয়ে ব্রহ্মভাবনা যেন ঐ অনন্ত ভাববিকাশ ছড়িয়ে রয়েছে অনন্ত ভাববিকাশের সদাসঙ্গী নিত্য। ভগবানই পূর্ণ সত্য। এই জ্ঞান প্রভা যেখানে বোঝা হয়েছে ভগবানই পূর্ণ সত্য — এটিই অনন্তের অভিজ্ঞান। অন্তর মাঝে এই জ্ঞান প্রভাই হয়ে উঠবে ভাস্বর এই ভাবনার স্রোতপথে। ভাবনার প্রবাহ থেকে যে বীজ হয়েছিল সৃষ্টি সেটিই এখন অন্তর মাঝে হয়ে উঠবে ভাস্বর। এরই হবে এখন গড়ে ওঠা জীবন পথের মাঝে হয়েছে এখন এগিয়ে যাওয়ার এই পর্বে হয়ে উঠবে জীবনের নিত্যই এগিয়ে চলবার পাথেয়। ভগবান স্বয়ংই এখন এই ভাগবতী পথের ব্রহ্মবীজ থেকে ক্রমবিস্তারে ভক্তির এক ভাবতনু গড়ে দেয়। অনন্ত ব্রহ্মের এই সত্য প্রকাশ এখন সাধকের চেতনায় হয়ে উঠবে প্রস্ফুটিত। জীবনময় হয়ে উঠবে এখন ব্রহ্ম ভাবময় এক ভাবদীপ্তি, এক ভক্তিস্নাত তনু।

সত্যময় প্রাণের বিকাশ আহ্বান ঃ

আ দেবানাম্ অগ্নয়ঃ আবেহ যাতু।
নরঃ অপংসৌ বিশ্ব রুপেভিঃ অশ্বৈঃ।
ঋতস্য পন্থা নমনা মিয়েধো।

দেবেভ্যো দেবতম্ সুষুষৎ।। (ঋ. বে. ১০/৭০/২)
দেবতার ঐ দিব্য ক্ষেত্র হতে এসেছে জীবনের মাধুর্য
জগৎময় হয়ে উঠবে জীবন মাঝে স্বতঃ নিবেদন।
যে প্রাণ হয়েছে নিবেদিত ভগবৎ ভাবপর্বের নিত্য বিকাশে
হয়েছে তারই বিস্তৃত বিকাশ এখন জগৎময় জাগরণে।
বিশুদ্ধ এই প্রাণের পরশ এসেছে দেবপর্বের উত্থান তরে
জীবন মাঝে হয়ে স্বতঃই বিকশিত নিত্য দিনের মূর্ত পর্বে।
জগতের সত্য করে অঙ্গীকার চলেছে জীবন রথ এগিয়ে।
যা কিছু হয়েছে এ পর্যন্ত মূর্ত হোক তার এখন নবীন বিকাশ।।

নবীন ভাবরথে ব্রহ্মপথে ঃ

শশ্বত্তম এতম ইলতে এতয় আহুতঃ।
হবিষ্মন অতৌ মনুষ্য অগ্নিম অসৌ।
বর্হিষ্ঠেঃ অশ্বেঃ সুবৃতা রথেন
আ দেবান্ বক্ষি নি পদেহ হোতা।। (ঋ. বে. ১০/৭০/৩)
সাধনের এগিয়ে চলবার এই পথ মাঝে স্বতঃই
হয়েছে নিত্য বিকাশের বিস্তৃত বিপুল পথ অভিযান।
এগিয়ে চলার এই পর্বে হয়েছে বিকাশের নিত্য স্থিতি।
এখন এসেছে দিব্য পথ মাঝে ভাগবতী প্রেরণার এই রথে।
যা কিছু ছিল স্বাতন্ত্রে বিধৃত হয়েছে তার উন্মোচন।
সাধন চেতন হয়েছে এখন গতিময় দৃপ্ত ভাবময়।
ব্রহ্মপথের এই আবাহনে আসুক নবীন ভাবের প্রবাহ ধারা।।

ব্রহ্মবীজ অন্তর মাঝে গড়ে উঠেছিল ভগবানের ভাবনার প্রদীপে। চিন্তনই এই সাধনপথ। চিন্তনের দ্বারা সর্বদাই ভগবানের সঙ্গে অন্বীত যে পর্ব তারই বিকাশ পথ স্বতঃই বিকাশের মাত্রায় গাঢ়তর উপলব্ধি আর ক্রমে গাঢ় ভাবপ্রবাহের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। এমনই ভাবপ্রদীপ এখন ব্যাপ্ত হয় যে জীবনের সব জড় ভাবনার প্রভাব অতিক্রম করে স্বতঃই হয়ে উঠেছে ভগবৎ ভাবের আবর্তন — এই আবর্তনের মধ্য দিয়ে ভগবৎ ভাব তার দিব্য স্রোতে অবগাহনে নিয়ে আসে জীবচেতনেরে।

তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্।
তস্য এব শরীরঃ আত্মা। তস্য শ্রদ্ধা এব শিরঃ।
ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যম্ উত্তর। পক্ষ। যোগঃ আত্মা। (তৈ. উ. ১/৪/২)

ভাবনার গাঢ়তায় সাধক অনুভব করতে পারেন যে সত্যজ্ঞানময় ব্রহ্ম সনাতন অনন্তভাব প্রকাশে জগৎ মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন আর এই অনন্ত ভাবপ্রবাবের সঙ্গে অন্বীত হয়ে রয়েছে জীবচেতনের অধিকৃত সত্য ভাবনার বিস্তার। সত্য ঋতের ক্রম আবর্তন এখন জীবনের জন্য। তাঁরই আশ্রয়ে এই সত্যময় ভাবতনু এখন খুঁজে পায় জগৎ পরিচয়ে বৃত অনন্ত ব্রহ্ম। সেই তিনি যখন ভাবময় সর্বত্রগামী হয়ে বিরাজমান হয়ে থাকেন এই জীবনের মাঝে ভগবানের অবস্থানকে আলোকিত করে নিতে। ব্রহ্ম সত্য এখন এক অবয়বহীন মহাশূন্য অথবা বিপুল প্রসারের মার্গে জানা হয়েছে তিনি অনন্ত অসীম। আবার সেই তিনিই অনন্ত সত্যের ব্রহ্মবিকাশ হয়েছেন জীবনের মাঝে আত্মারূপে। আত্মাই ব্রহ্মের মূর্ত পরিচয়। আত্মা স্বয়ং হয়েছেন নিত্য সঙ্গী সাধকের। সকল সময়ে সর্বাবস্থায় আত্মা জীবনের মাঝে হয়েছেন ব্যাপ্ত। অন্তর মাঝে আত্মার অধিষ্ঠান জীবনের এই শরীর রথের উপর আত্মার প্রিয় এই সাধন অবয়ব। পূর্ণ সত্য তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে গড়ে দিয়েছেন। করেছেন অনুমাত্রায় তার এই ভাগবতী উপলব্ধির বীজ জীবনকে ধারণ করেই এগিয়ে চলবে জীবনের কর্মমার্গে। পরম পুরুষ তিনি তাঁর অনন্ত ভাব আশ্রয় করেই হয়েছেন অনন্ত প্রসারিত। তারই দক্ষিণ পক্ষ হয়ে রয়েছে সত্যের প্রতিষ্ঠান তরে সত্যকর্মজাত। আবার দক্ষিণ পক্ষে তিনি করেছেন রচনা তখনই রয়েছে। আত্মাই পরমাত্মার সঙ্গে হয়ে রয়েছেন আবৃত - যুক্ত। আত্মা স্বয়ং সত্যময় আর ঋতপ্রসারী ভাবপ্রবাহ নিয়ে গড়ে উঠবে জীবনের প্রকৃত প্রাপ্তির দীপশখা। জীবন এখন ভগবানে আশ্রিত। অন্তরমাঝে এখন ডুব দিতেই তাঁর ভাবপ্রবাহের অমৃতময় গঙ্গা হয়ে ওঠে আর প্রতি মুহূর্তেই ভগবানকে নতুন করে অনুভবের প্রদীপে ভাগবতী পূর্ণ সত্যই হয়ে যায় উন্মোচিত। ব্রহ্মজ্ঞান এখন সাধকেরই চেতন প্রদীপ।

—ঃঃ—

আপনার চেয়ে আপন তিনি

সায়ক ঘোষাল

জীবন যখন ব্রহ্মজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে ওঠে তখন সে বুঝতে পারে এই ব্রহ্মজ্ঞানের সাথে তার যে সম্পর্ক আছে সেটি নবীন নয়। আর যত সে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন সে এই উপলব্ধিতে পৌঁছায় যে এই সম্পর্কই পরম আপনত্বের সম্পর্ক। ভগবানের ভাবে, ধ্যানে মন তখন একান্ত আপনার করে তোলে এবং ভগবানকে হৃদয়রাজ হিসেবে বিরাজমান করেন। পরম শুদ্ধভক্তিতে ভরপুর সেই মন বিরাজ করে জগতের মাঝে। এই মনই সত্য স্নাত ভাগবতী মন। এই সত্য স্নাত মনই শুদ্ধ ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানে ভরপুর। ব্রহ্ম আচরণের পরিপূর্ণ এই মন এখন করবে বিরাজ জগৎ মাঝে। একজন সত্যে স্নাত ব্যক্তির অর্জিত ব্রহ্ম চরিত্র এর ভাগবতী গুণ করবে সমাজকে সত্যময়। কী এই সত্য—সত্য শুধু একজনই তিনি হলেন ভগবান স্বয়ং। সত্যই হল শিব তাকেই বলা হয় ব্রহ্মসত্য, তিনিই হলেন ব্রহ্মজ্ঞান তিনি হলেন ভক্তির বীজ আবার তিনিই হলেন জগতের কণায় কণায় বিরাজিত। এই ব্রহ্মকে আবার মুখে প্রকাশ করা যায় না। শ্রী বশিষ্টদেব ভগবানের মহিমার ব্যাপারে বলেছেন—

অসীত গিরি সমং স্যাৎ কজ্বলং সিন্ধু পাত্রে
সুরতরুবর শাখা লিখনি পত্রম উর্বী
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানং ঈশ পারং ন যাতি।।
মহিমা তব অপারঃ হে পরম শিবঃ।।

স্বয়ং দেবী সরস্বতীও যদি হিমালয়ের পর্বতের মতো কলম এবং সাগরের মতো পত্রের উপর কালের পর কাল যুগের পর যুগ ধরে লিখে যান ভগবানের মহিমা তাহলেও তাঁর মহিমা শেষ করা যাবে না। তাই এই জীবন যেইটুকু ব্রহ্মজ্ঞানের পরম পেয়েছে সেটি কিছুই নয় তার বিশালাকায় মহিমার কাছে। তাই প্রতিনিয়ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি তাড়নায় ছুটে বেড়াতে চায় এই মন। ভগবান আমাদের মনটি এমন করে তৈরি করেছেন —জগতের কোনো সমস্যা দুঃখ ততক্ষণ সেই দুঃখ বলে মনে হবে না বা কোনো সুখ ততক্ষণ সুখ বলে মনে হবে না যতক্ষণ না আমরা মনে করি। তাহলে মনের সম্ভাবনার মধ্যে স্বইচ্ছার শক্তিটিও ভগবান দিয়ে দিয়েছেন। তাহলে প্রেরণা যদি জাগে মনে তাহলে কে আটকাবে ভগবানকে আবাহন করতে। মাতা শবেরী যুগের পর যুগ ধরে শ্রী রাম চন্দ্রের ধ্যানে মত্ত থেকেছেন। তাঁর অপেক্ষায় দিন গুনেছেন। প্রতিটি দিন ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের জন্য পুষ্পপথ সাজিয়ে রাখা যাতে ভগবান আসলে তাঁর চরণ পদ্মে কষ্ট না হয়, প্রতিদিন তাঁর জন্য ফলের স্বাদগ্রহণ করে যে ফলটি সবথেকে মিষ্টি সেটি তুলে রাখতেন যাতে ভগবানের খেতে গিয়ে প্রত্যেক ফল সুস্বাদু লাগে। এত কাল ধরে এর নাম ভাবেই শবরী মাতা নিজের সাধনা করে গেছেন ভগবানের আশায়। অন্তিমে ভগবানকে তার ডাকে আসতেই হল এবং তিনি আসলেন এবং মাতা শবেরীর ভক্তির তীব্রতায় ভগবান তাঁর একটি পূর্ণ স্বরূপ তার কাছে রেখে গেলেন। সবেরী মাতার যে ভগবানের অপেক্ষা থেকে ভগবানের দর্শনে যে সময়টি এটি শুধু সাধনার সময় নয় এটি ভক্ত ভগবানের এমন একটি সম্পর্কের রূপ সেটি দূরে থেকে দূরে না বরং ভক্তের হৃদয়তেই ভগবান চলে আসেন যখনই ভক্ত তারআবাহন করেন যেমন মাতা শবরী করেছিলেন। এতকালের সাধনার মধ্যেও ভগবান ছিলেন এবং নিজের স্বরূপে ভগবান এসেছেন।

—ঃঃ—

বিশ্বাস ও ভরসাতে ভগবানের কৃপা লাভ অনিবার্য

মানবেন্দ্র ঠাকুর

ভগবানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ভক্তের মনে ভাগবত উপলব্ধি জাগ্রত করে। ঠাকুর বলেছেন বুড়ি ছুয়ে থাকতে, একহাতে ভগবান ও অন্য হাতে সংসার ধর্ম। অন্য হাতের কাজ শেষ হলে তখন দু-হাত দিয়ে ভগবানকে ধরে থাকতে হবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে রচিত 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ'এ উল্লেখ করেছেন যে ভগবানের নাম করলে দেহমন শুদ্ধ হয়ে যায়। তাঁর নামে এমনি বিশ্বাস হওয়া চাই—আমার আর ভয় কি, আমার আবার বন্ধন কি? তাঁর নাম করে আমি অমর হয়ে গেছি, এ রকম বিশ্বাস করে সাধন করতে হবে! সাধন ভজন করবার উদ্দেশ্য কি? সাধন করতে হবে! সাধন ভজন করবার উদ্দেশ্য কি? —তাঁকে জানা, তাঁর

কৃপা লাভ করা। কাম-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে—তা ধুয়ে সাফ কর। কত-জন্ম ধরে ময়লা পড়ে পড়ে ধুয়ে সাফ কর। কত-জন্ম ধরে ময়লা পড়ে পড়ে মনে হেডা ময়লা ধরে রয়েছে। তাকে ধুয়ে সাফ করতে না পারলে হাজার চেষ্টা কর কিছুই হবে না। চিত্ত শুদ্ধি না হলে তাঁর কৃপালাভ—করা যায় না। ঠাকুর একটি বেশ উপমা দিতেন—"ছুঁচ কাদা মাটি ঢাকা থাকলে চুম্বকে টানে না, কাদা মাটি ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বকে টানে।" তেমনি তাঁর স্মরণ মনন করলে, সরল মনে তাঁর নিকট প্রার্থনা করলে, হে ঈশ্বর এমন কাজ আর করব না বলে অনুতাপ করলে, খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে মনের ময়লা সব ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বর রূপে চুম্বক মন রূপ ছুঁচকে টেনে নেন। মন শুদ্ধ হলেই তাঁর কৃপা হবে—কৃপা হলেই দর্শন হয়।

ঠাকুর সার্জন সাহেবের কথা বেশ বলতেন—"সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়, তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়। যদি কেউ সার্জন সাহেবকে দেখতে চায় তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়— বলতে হয়, 'সাহেব, কৃপা করে আলোটি তোমার মুখের উপর ধর, তোমায় একবার দেখি'। ঈশ্বরের কৃপা পেতে হলে, তাঁর দর্শন লাভ করতে হলে কাতর প্রাণে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। তিনি জ্ঞান সুর্থ! তাঁর আলো যদি কৃপা করে একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন তাহলে দর্শন লাভ হয়।"

যতক্ষণ ভোগ বাসনা থাকে, ততক্ষণ তাঁকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছোট ছেলে খেলনা নিয়ে ভুলে থাকে; সন্দেশ নিয়ে ভুলে থাকে; যখন খেলনা বা সন্দেশ আর ভালো লাগে না, তখন মার কাছে যাবার জন্য ছটপট করে ও কাঁদে। মানুষেরও সেইরূপ ভোগ বাসনা শেষ হলে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়, তখন কি করে তাঁকে পাবে এই চিন্তা সব সময় মনে উদিত হয়। সৎ বাসনা সহজে কি মনে জাগে? যাদের সৎ বাসনা জেগেছে তাদের উপর ভগবানের বিশেষ কৃপা আছে জানিবে। এই মহামায়ার রাজ্যে মানুষ কত রকমে ধাক্কা খায়— কত কষ্ট পায়, তবু কি রাস্তা বদলাতে চায়? যদি কেউ সুবুদ্ধি দেয়, চটে যায়। ঐখানেই মজা, জানে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে, তবু তাতেই বার বার হাত দেবে। শুধু তাই নয়, আরও দশজনকে ডেকে নিয়ে যাবে। যদি কেউ তাদের মতে মত না দেয় তাকে পাগল বলবে, সম্ভব হলে মারপিট করতেও ছাড়বে না।

দ্যাখো না ছেলে যদি সাধু হয়, সদ্ভাবে জীবন কাটাতে চায়, গার্জেনরা তাকে যথাসম্ভব বাধা দেয়, কিন্তু ছেলে যদি দুর্দান্ত হয়ে নিজের ও দশের অমঙ্গলের কারণ হয়, তাহলে তাকে শুধরাবার যথেষ্ট যত্ন নেয় না। সদ্ভাবে চললেই —যত গণ্ডগোল। কোন রকমে তাকে নিজেদের আদর্শে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করবে। একজন সাধুর বাপ মঠে বলেছিল, "ও যদি সাধু না হয়ে মরে যেত তাহলে আমি বেশী খুশি হতুম। যমে নিলে উপায় নেই। ওর উপর আমার কত ভরসা ছিল! ওর কখনো ধর্ম হবে না। আগে যদি জানতুম ও এমন হবে, তবে আঁতুড়েই নুন খাওয়াবার ব্যবস্থা করতুম—সবলেটা চুকে যেত।" এরই নাম সংসার।

"শ্রী ভগবানের জন্য নয়, অহং এর তৃপ্তি ও স্ফুর্তির জন্য হয়ে চলেছে কান্না হাসির পালাবদল। পরিচিত জনদের জন্য ভালবাসা, স্মৃতি, বেদনা ক্রমাগত রাশি রাশি পুঞ্জীভুত হয়ে চলেছে। ভাব, ভাবনা, অভিসার সবই চলেছে প্রিয়জনের জন্য। প্রিয়জনের নিরিখেই জীবনের দিক নির্দেশ হতে চলেছে। সংসার, সমাজ, দেশ, জাতি, জগৎ এ সবেরই জন্য মনের অলিগলি, রাজপথ বরাদ্দ হয়ে রয়েছে। এরা সকলে মনকে অধিকার করে রাজত্ব স্থাপন করেছে। এছাড়া মনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে অহং এর নানাদিক, নানা বিষয়। নিজের ও নিজেদেরকে নিয়ে চলেছে জীবনের সব খেলা। ভগবানের ভূমিকা এখানে সাহায্যকারী, সেবাব্রতী বা দাসের। নানা দাবী, নানা আবদার, নানা প্রার্থনা, নানা প্রকারের আবেদন প্রতি নিয়ত চলেছে তাঁর প্রতি। ভগবানকে ক্রমাগত যুগিয়ে যেতে হবে এটাসেটা। 'হে ঠাকুর, দাও প্রচুর অর্থ, প্রচুর সম্পদ।' ভগবান শুনলেন, অর্থ এল, এল প্রচুর সম্পদও। অর্থ আর সম্পদ একা একা আসে না, স্বাতন্ত্র্যের বোধ ও ক্ষেত্র এরা যেমন পছন্দ করে তেমনি স্বাতন্ত্র্যের দাবি নিয়ে চলে নিজস্ব স্রোতো পথে। অর্থাদি সম্পদ নিয়ে আসে ঝঞ্ঝাট, বিপদ, সাথে নিয়ে আসে নানা প্রকারের সমস্যা ও উৎপাত। ভগবান তো শুনলেন, দিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর অখণ্ড সহযাত্রী হয়েও অর্থাদি সম্পদের সঙ্গে সেসব অনর্থকর বিষয়াদি এসে গেল সে সবের জন্যই পীড়িত হয়ে উঠল মানুষটির মন। 'হে ভগবান, দিলে তো সবই, সাথে এসব কেন? এসব থেকে মুক্ত কর।' অর্থাদি সম্পদ এনেছিল সমস্যা অন্য কৃত। একে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, প্রতিরোধে সচেষ্ট হওয়া যায় মাত্র। প্রতিরোধ কার্যকরী হয়ে উঠবে কিনা সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ভিতরের সমস্যা? তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এটি অভুক্ত, বন্ধনহীন, সিংহ যেমন মেষকে দন্তদীর্ণ করে তেমনি করে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তিকে। শ্রীভগবানের কাছে যে প্রার্থনা নিয়ে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল তার পরিণতিতে সে শিউরে উঠবে, একি হোল?— এরকমটি তো চাই নি!' ব্যক্তি তার অবিভক্ত সত্তাকে এমন টুকরো টুকরো করে দেয় অংশভিত্তিক ক্ষুদ্রসর্ত্তার আকারে। শ্রীভগবানের

কাছে প্রার্থনা পেশ করবার আকার সে অবস্থা ছিল, এমন হয়েছে পতন, স্খলন। ব্যক্তি চলে যায় তার নিজের অধিকারের বাইরে। বাঁধন হারা, নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে যায় ব্যক্তির জীবন। এক-স্বাধীন সত্তা পরিণত হয় ভৃত্যে। দাসত্বের জীবন পরিগ্রহ করতে হয় এই ব্যক্তিকে। কিন্তু কিসের এই দাসত্ব?

ব্যক্তি হয়ে ওঠে বাসনার দাস
কামনা রক্তিম আলোয় রঞ্জিত হয়ে ওঠে ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি লগ্ন।
এখন সে কামনার দাস।
স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাবল্যে মুর্ত হয়ে ওঠে ব্যক্তির সুপ্ত অহমিকা—
ব্যক্তি হয়ে ওঠে অহমিকার দাস।
জীবনের ঘটনাবলী পাশবিক বৃত্তির অনুসারী হয়ে ওঠে—
ব্যক্তি হয়ে ওঠে পাশবিক প্রবৃত্তির দাস।"

(বেদবিজ্ঞানী রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বেদ বিজ্ঞানের গভীরে' গ্রন্থ থেকে সংকলিত)

জয় মা-জয় মা-জয় মা।

—ঃঃ—

অন্য আলোকে

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

তোমার সমুজ্জ্বল দ্যুতির সামনে দাঁড়িয়ে
সবই ভুলে গেছি আজ কিছুই পারছি না চাইতে
নির্বিবাদ নির্লিপ্ত এই সময়
ওপারে মৃদুমন্দ বাতাসে গঙ্গার স্রোত
বহমান স্রোতস্বিনী দু'একটা পালতোলা ডিঙি নৌকো
আমিও পাল তুলে দিয়েছিলাম একদিন এইভাবে
কীভাবে ঝড়ে আহত নৌকোটি দিশাহীন হয়ে
দিগ্বিদিক নিজস্ব পথটিও হারিয়েছে
আজ সম্মুখে তোমার
তোমারই দুয়ারে হয়তো তোমারই আহ্বানে
সঠিক পথের সন্ধানে এসে
মধ্যাহ্ন গড়িয়ে অপরাহ্নের হলুদ আলোয়
হাঁটু মুড়ে বসে আছি খোলা হাতে
কিছুই চাইতে পারছি না কিছুই না
নিষ্পলক চোখে চলে যাচ্ছি গভীর থেকে
আরও গভীরে অন্য আলোকে।

অনুসন্ধান

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

শরীরের কাছে যাই
শরীর বলে আমি নই
অতঃপর দ্বারস্থ হওয়া
আবেগ অনুরাগের কাছে
অভিমান বেদনার কাছে
তারা বলে আমরাও নই
স্বভাবতই চলে যাওয়া
মন বুদ্ধি মনন চিন্তনের কাছে
তারা বলে আমরা নই
এইভাবে একেএকে সবাই
সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাছে
দুঃখ শোকের কাছে
নতজানু হই খোঁজ করি
আরও—আরও গভীরে যাই
প্রবেশ করি কোষে কোষে
জটিল স্নায়ুজালের আবর্তে
আর গভীরতম প্রান্তে খুঁজে পাই
নিজেকে নিজের ভিতর
নিজেকে অন্যের ভিতর
একাত্ম হই একে অন্যের সাথে
মিলন হয় দিব্যজ্যোতির সাথে।

—ঃঃ—

শ্রী অনির্বাণ সান্নিধ্যে

আশুরঞ্জন দেবনাথ

মাতৃরূপ আর প্রিয়ারূপে তফাৎ কোথায়? তফাৎ মহিমা বোধে। মাতৃবোধের সাথে আছে নারীর প্রতি মহিমাবোধ। নারী যখন পুরুষকে ভালবাসে তখন তার সাথে থাকে শ্রদ্ধাবোধ। নারী ভুলায় না, ভোলে পুরুষ নিজে— এবং নারী তাতে কষ্ট পায়। পুরুষেরাই বা নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না কেন? পুষপাভরনা গৌরীকে শিব প্রত্যাখ্যান করেছেন; গ্রহণ করেছেন -তপস্বিনী গৌরীকে।

একটু থেমে বললেন, "তোমার শেষের চিঠির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমি তো গোড়া থেকেই তোমায় বলে আসছি। বরং তুমিই তখন স্বীকার করনি।" বললাম এভাবও তো স্থায়ী হয় না। "চেষ্টা করে যাও, ধৈর্য্য হারা হয়ো না, সাধনায় হতাশ হয়ো না। কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে। তারপর হালকা ঘুরে বললেন, তোমার কমুনিষ্ট বন্ধুদের-কথা আজ কানে খুব একটা শোন না মনে হয়। বললাম শুনতে হয়, তবে খুব একটা গায়ে মাখি না। তারপর একটু ভর্ৎসনার সুরেই বললেন,— 'তোমার গড়িয়ে চলার অভ্যাস, কোন কিছুতে আঁট নেই। এটা ভাল না। পুরুষ গড়িয়ে, চলবে কেন? কমুনিষ্ট হলেও তুমি ভবনে কমুনিষ্ট হতে পারবে না।" লজ্জায় মাথা হেট হয়ে এল। সত্যিই তো নিষ্ঠার বড় অভাব। আত্মগ্লানিতে মন ভরে গেল। স্বামীজি ধ্যান-ধারণার খবর নিলেন। বললে মাসে অন্ততঃ দু'টা চিঠি লিখো— একটু মনোযোগ দিয়ে; সমাধান পাবে।

খাবার সময় হয়ে এল। প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। শিলিগুড়ি ফিরে স্বামীজির চিঠি পেলাম। হৈমবতী, নরেন্দ্রপুর থেকে ২৫।৩।৬৬ তারিখে লিখেছেন,

বাইরের জীবনকে যদি খুব ভাল করে গুছিয়ে নিতে পার, তাহলে মনও শান্ত হয়ে আসবে। একেবারে ঘড়ির কাঁটায় চলা অভ্যাস করতে পার। যখন বাইরের কাজ করবে, তখন যেন স্রোতে ভেসে যেও না। একটি মন যেন সবসময় হুঁশে থাকে। অর্থাৎ যা করছ, তা জেনে শুনে হুঁশে করছ সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে—এমনকি অফিসের কাজও। তারপর যেই কাজ শেষ হয়ে গেল, অমনি একেবারে সব ভুলে গিয়ে ফাঁকা হয়ে যাওয়া—এতে অন্তমুর্খীনতা বেশ বাড়ে আর আত্ম-চৈতন্যও উদ্বুদ্ধ হয়।

যে আত্মস্থ নয়, যার অন্তর সজাগ নয়, সে বাইরের জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয় অন্তর্জীবনে। কিন্তু এটাকে পালটেও নেওয়া যায়—তারই নাম অধ্যাত্ম-সাধনা। তখন অন্তর্জীবনই বহির্জীবনের নিয়ামক। তুমি তখন স্বরাট।

মাছ মাংস খেলে কিছু দোষের হয় না। তবে যাই খাও না কেন, পরিমাণ ঠিক রাখবে আর লোভে পড়ে খেও না। তাহলে নাড়ীতন্ত্র (Nerves) রাজসিক খাদ্য খেয়েও ভাল থাকবে, সুস্থ থাকবে। স্নানে ওই নাড়ীতন্ত্রকে ঠাণ্ডা রাখে। বাইরের এইসব সাধনাঙ্গ মুখ্য নয়, গৌণ। মন দিয়েই মনকে শাসন করতে হবে— দেহের সংযম ও তপস্যা তার আনুকূল্য করবে মাত্র।

প্রকৃতির মধ্যে যত ডুবতে পারবে, তত তোমার মধ্যে পরমপুরুষ জেগে উঠবেন। তিনি আকাশবৎ হয়ে প্রকৃতির ভর্তা ভোক্তা ও মহেশ্বর। ধ্যানের সময় বিশেষ কোনও ভাবনায় নিবদ্ধ রাখবার চেষ্টা না করে তাকে শিথিল করে দেওয়াই ভাল। তাতে ভিতরটা যেন ভোরের আলোয় ভরে ওঠে। সেই মনে একেক সময় একেকটা ভাব বেশ জোর ধরে উঠছে দেখতে পাবে। অর্থাৎ একাগ্রতা সহজ হচ্ছে। কিন্তু কোনও কিছুই জোর করে আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা না করাই ভাল। আকাশের মত বাতাসের মত আলোর মত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

*** *** *** ***

কেঁয়াতলা, কলকাতা। ২০। ২। ৬৬ রবিবার ৫ম দর্শন

ছিলাম কলকাতায়। সকালবেলায় বেড়িয়ে প্রথমে গেলাম পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে মায়ের দর্শনে, তারপর বেলুড়ে। মা ঠাকুর স্বামীজিকে দর্শন করে সারাদিন ঘুড়ে ফিরে বিকালে এলাম কেঁয়াতলায় স্বামীজির দিব্য সান্নিধ্যে। ছিলাম ঘণ্টা দুই। এত দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য আগে কখনো হয় নি। নানা কারণে সে দিনগুলিতে খুবই অশান্তিতে ছিলাম। শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অথচ কি শান্তিতেই না ছিলাম ঘণ্টা দুই স্বামীজি সান্নিধ্যে। এত পবিত্র, এত উজ্জ্বল এত সুন্দর এ জগৎ, এ জীবন! আরও অনেক অনুরাগী ভক্তজন ছিলেন। প্রত্যেকেই তন্নিষ্ঠ, শান্ত-সমাহিত। তাঁদের মধ্যে একজন পাশ্চাত্য মহিলা ছিলেন আর ছিলেন একজন বিজ্ঞানী। মহিলা মনে হয়েছিলেন স্বামীজি অনুরাগীভক্ত ও জীবনীকার শ্রীমতী লিজেমে রেঁম। স্বামীজির উপর লেখা ওনার বই My life with a Brahmin family. To live within, তখনো পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। তাছাড়া উনি স্বামীজি সান্নিধ্যে আলমোড়ায় অনেকদিন ছিলেন। সেসব তখনো জানতাম না। বিজ্ঞানী ভদ্রলোক ছিলেন ড. সুপ্রকাশ মুখার্জী;

ড, মেঘনাদ সাহা প্রতিষ্ঠিত —Institute of Nuclear Physics ও এর অধ্যাপক। স্বামীজির সাথে কথাবার্তার অনেকটা Tapes উনি করেছেন যা আজকাল You tube- এ পাওয়া যায়। খুবই মূল্যবান দুর্লভ সংগ্রহ। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে উনি রেকর্ড করে রেখেছেন। এছাড়া স্বামীজির কথাবার্তায় আর কোন Recording আছে বলে মনে হয় না। সদ্য প্রকাশিত 'অনির্বাণ-স্মৃতি' গ্রন্থে ওনার একটা স্মৃতি কথাও প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামীজি বলেছেন, তন্ময় হয়ে শুনেছি। কখন যে সময় বয়ে গেল বুঝতেও পারিনি। সবাইযখন একে একে চলে গেলেন। আমিও প্রণাম করে স্বামীজির আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। সেদিনের কথাবার্তার ডায়েরী রাখিনি। শিলিগুড়ি ফিরে এসে স্বামীজির চিঠি পেলাম ঃ

"বাইরের জীবনটাকে আগে গুছিয়ে নাও। ঘড়ির কাঁটার মত চল। তাহলে অন্তর্জীবনও গুছিয়ে আসবে। দিনচর্যা ঠিকমত না হলে ব্রহ্মবিহারও ঠিকমত হয় না।"

কেঁয়াতলা। ২৩। ১০। ৬৬ রবিবার। বিজয়া দশমী। ৮ম দর্শন।

বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা। স্বামীজি কেঁয়াতলার বাড়িতে পুর্ব-পরিচিত ঘরে ইজি চেয়ারে বসে আছেন। ঘরে আরও কয়েকজন অনুরাগীভক্ত। সময় তখন পাঁচটা। নীরবে ঘরে ঢুকলাম। হাতে ছিল কিছু আপেল ও একটা মিষ্টির প্যাকেট। পাশের চৌকিতে রেখে প্রণাম করে পাশে বসলাম। জীবনে এতবড় সৌভাগ্য এর আগে আর কখনো হয়নি। এ অবধি চিঠিতেই বিজয়ার প্রণাম জানিয়েছি। এই প্রথম সামনে বসে শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদনের সুযোগ পেলাম। নিজেকে কৃতার্থ মনে করলাম। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়!

চুপচাপ একপাশে বসে আছি। ভক্তেরা সব একে একে আসছেন। স্বামীজি সবার সাথেই সম্ভাষণ সূচক দু'চার কথা বলছেন। এমনি সময়ে গৌতম বাবু ঘরে ঢুকলেন। স্বামীজি গৌতম বাবুকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন "গৌতম, এই যে আশু"। আমরা উভয়ে উভয়কে হাত জোর করে নমস্কার জানালাম। গৌতমবাবু স্বামীজিদের দার্জিলিং যাবার প্রোগ্রাম নিয়ে কিছু বললেন। ভূপেন বাবুর ঠিকানা দিলেন শিলিগুড়িতে খোঁজ নেবার জন্য। এসে নিয়েও ছিলাম। স্বামীজিদের দার্জিলিং যাবার বিধি-ব্যবস্থা ওনিই করে দিয়েছেন।

নীরবে বসে আছি সবাই। স্বামীজিই নীরবতা ভেঙ্গে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্যার সমাধান হল আপনার?" তারপর রূপ-অরূপ সম্পর্কে সুন্দরভাবে অনেক কিছু বললেন। রবীন্দ্রনাথ, ভক্তদাদু, উপনিষৎ থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিলেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হল স্বামীজির বক্তব্য রূপ আর অরূপ Contradictory নয়, বরং পরিপূরক। রূপের ধ্যানে অরূপ আসে, আবার অরূপেরও রূপ আসে। এ সম্পর্কে স্বামীজি একজন ভক্তকে লিখেছেন,

"অরূপ থেকেই রূপ উৎসারিত হচ্ছে। অন্তরে আমরা বোধময়—তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নাই, এমনকি বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপও নাই। অথচ রূপ থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তাই আবার আমাদের রূপে নেমে আসতে হয়। যখন অরূপ থেকে আত্মস্থ রূপে নেমে আসি, তখন রূপকে অনুভব করি অরূপেরই সম্ভূতি এবং বিভূতি বলে। এটা চিত্তের স্বাভাবিক গতি।

রূপের মধ্যে অনেক অভ্যস্ত সংস্কারের আবিলতা থেকে যেতে পারে। সেইজন্যই রূপকে ছাড়িয়ে একবার অরূপে সবাইকে যেতেই হয়। নইলে সাধনায় নানা বিপদ ঘটতে পারে। বস্তু থেকে ভাবে, ভাব থেকে শক্তিতে, অবশেষে শক্তি থেকে চৈতন্যে—এই হল গতির ক্রম। বস্তু স্থূলরূপ, ভাব সূক্ষ্মরূপ। শক্তি অপরূপ, চৈতন্য স্বরূপ। কিন্তু চৈতন্য সবাইকে ছাপিয়ে যেমন আছে, তেমনি আবার অনুস্যূত হয়েও আছে। তাইতে অরূপ থেকে চৈতন্য বা বোধকে নিয়েই আবার শক্তিতে নেমে আসা। তখনকার বোধ আনন্দ। তারপর সূক্ষ্মরূপে নেমে আসা। তখনকার বোধ জ্যোতি। তারপর যখন স্থূলে নেমে এলাম, তখন অবর্ণ (কিন্তু অরূপ নয়) জ্যোতিই বহুধা বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে।

এই শেষের অবস্থাটিতে যদি যুগপৎ চৈতন্য শক্তি ভার এবং রূপকে নামিয়ে এনে আস্বাদন করতে পারি, তাহলে অরূপে যাঁকে নির্বিশেষে পেয়েছিলাম, তাঁকেই আমার সব দিয়ে 'সর্বভাবেন' পাই—দেহে-প্রাণে-মনে বিজ্ঞানে আনন্দে, আত্মায়। এই পাওয়াই চরম পাওয়া।"

স্নেহাশিষ

প্রসঙ্গতঃ স্বামীজি আরও বললেন, বুদ্ধ তো সব শূন্য করে দিয়েছেন, অথচ বুদ্ধযুগে যে শিল্পকলার প্রথার হয়েছে, তাকি অন্য যুগে হয়েছে? *** নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ। নীরবতা ভেঙ্গে এক ভদ্রমহিলা কলাবউ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। স্বামীজি তার আনুষাঙ্গিক বর্ণনা দিয়ে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দিলেন।

সময় হয়ে এল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ছিলাম। স্বামীজিদের আগামীকাল দার্জিলিং যাবার প্রস্তুতি চলছে। প্রণাম করে বিদায় নিলাম। প্রত্যাশায় রইলাম আগামী ১ তারিখ নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে আবার দেখা পাব।

—ঃঃ—

Devine Wisdom Transforms Depression To Victory

Arjuna's journey through Depression to Winning Action

— Prof. (Dr.) R. P. Banerjee

God's Intent : Journey through the weeds of emotions made Arjuna the winner in all respects of all ages. The war of the Mahabharata was identified by the ruling emperor as the war at a place, 'Dharmakshetra' Kurukshetra. The place as mentioned, Kurukshetra was a sacred place. Any evil action or a wrong doing was destined to end either through transformation or annihilation. That is why the title 'Dharmakshetra' given the meaning of which stands as the 'Holy Place'. Any culmination of action at this place would be realistic journey in that life either through the pathways of transformation or through annihilation.

Arjuna was considered a dear friend of Lord Krishna. Krishna, being the embodied personality of God on earth, having descended in the human context with a purpose. The central purpose as mentioned by Lord Krishna himself, was the cause of allowing the elements of truth in the lives on earth to have smooth and peaceful living with the fair context of living. The fair context is that of righteous in spirit and values of existence. Departure from the righteous context creates problems for living good and peaceful living. The purpose of descendance of God in human form has been very clearly mentioned by Lord Krishna in his advisory deliberations to Arjuna in the context of the war at Kurukshetra. The declaration of Lord Krishna runs as :

Yada yada hi dharmasya glanih bhavati bharata.
Abhyuthanam adharmasya tada atmanam srijami aham. (G4/7)
Paritrianaya sadhunam binashaya cha duskritam.
Dharma samsthapan arthayah sambhabami yuge yuge. (G4/8)

The meaning of which is whenever the righteous principle and way of living is defeated or problems in life of onslaughts, inflicts abound for peaceful and honest living people, when wrong doers start dominating the societies and lives on earth making the lives of good people difficult then the supreme decides to create his embodied personality to be at the helm of lives on earth. Lord on earth protects those maintaining honest and righteous ways of living and follow the Pathways of divinely qualities in life are given protection by the supreme; and those wrong doers and those having adopted unrighteous principles on earth gets deluged in life.

The purpose as mentioned is maintained throughout the phases of human journey on earth. As Lord Krishna mentioned that in the ultimate situational contest those noble hearted people would experience their place of peace, tranquility and ways of honest living on earth.

The war at the Kurukshetra was actually a war between the ruling blind Emperor Dhritarashtra represented through his son Duryodhana and the oppressed Pandavas on the other side. Not only because of the fact that the Pandavas were oppressed, but as a matter of fact, even though faced with lots of debacles, insults, tortures, attempts of getting killed and continued harassments for all five brothers the mother and a wife they had continued tolerance and extreme endeavour to adhere to righteousness.

Arjuna turns Depressed :

The war of Kurukshetra was the ultimate and the final objectives of divine descend on earth. The purpose was to protect the noble and good ones from the atrocities and onslaughts of the bad, wicked and demonic persons. Those set of people who have acquired authority, power of muscles and worldly components are the enemies to the lives of peace, happiness and tranquillity. These are the situations when the dominance of wrong doers do occur. Purposeful presence of the lord on earth thus takes up the issues of agony, sufferings of the good people and puts across the right set of things to see that those wrong doing are either abolished or the people who are identified as the wrong doers are made to get extinct. Usually in the design of the lord on earth the wrong doers are given opportunities to stop doing wrong things and live good and descent lives. The good and descent ones thus get support and lease of life to continue doing good things on one hand, and take proper care for everyone in the world of human populations.

Arjuna Ubacha :

Senayah ubhayah madhyae ratham sthapayah mae achyutah (G1/21)
Yabat etam nirikshae aham yoddhukaman abasthitan
Kaih mayan saha yoddhavyam asmin ranasamudrame (G1/22)

Yohutsamanan abekshae aham yah ete samagatah atrah
Dhartarashtrasya durbuddheh ete yuddhae priya chikirshabah. (G1/23)

The episode of the Bhagawat Gita starts with Arjuna's intent to see the arrangements of the army on the other side of the war. Arjuna was the main hero for waging critical war with the other side of the war. On the side of the Arjuna the number of soldiers in the army was less. But in a way the potential strength of the Pandavas was enough. The side of Kourava's who represented the wrong doers was having much larger number of soldiers and many captains widely known for their valour and war power.

It is in this context that the main warrior of the Pandava's Arjuna wanted to have a view of the context of the war. The chariot in which Arjuna was on was being driven by lord Krishna himself. Arjuna urged upon the Lord Krishna to place the chariot in the middle of two warring forces to have a direct view of who were there on the other side of the war and form his mind accordingly. Arjuna was curious to see who are those heroes that are actually there in the war field in support of the evil doers represented by Duryadhana, son of Dhritarastra.

Sanjay Ubacha :

Ebam uktah rishikesha gudakeshenah bharatah.
Senoyoh ubhayah madhye sthapaitwa ratha uttamam (G1/24)

Arjuna had the notion that these heroes had the wrong perception and view of things as having taken the side of the wrong doers, unrighteous criminal forces. For this purpose in mind Arjuna had urge upon the lord to place his chariot close to the opponent.

The entire scenario was in the vision of Sanjay who was the driver of the main emperor Dhritarashtra. The emperor was blind at birth. His father had endowed the power to brother Pandu. Pandu's wife Kunti was the mother of the five Pandava brothers. After the death of Pandu the kinghood was supposed to be transferred to the eldest son of the family, Dhritarashtra. That was done but with some reservations from the kingly court as Dhritarashtra was blind at birth. The next generation had all problems surfaced. Dhritarashtra became the emperor though blind. Most of the work of the emperor was being done by his eldest son Duryadhan. Duryadhan was greedy, power hungry. Gradually all powers effectively did vest in him. He had created a team of strong and powerful warriors around. The other side was Pandavas. They were five brothers each one had a distinct identity. Yudhisthira-Bhim-Arjuna-Nakul-Sahadev were Pandavas. They were collectively known as good people, oriented to the masses and truthful in their individual characters.

The war had been the result of many attempts of Duryadhana to kill and destroy the Pandavas. Moreover they were denied of their right to live along in the royal context. Even small measures of areas for living to survive were also denied to them. Duryadhana did gross insult to Draupadi - the lady of Pandavas - so much so that she was drawn to the office of the king and an attempt was to forcefully dedress Draupadi. With constant ugly effort to dedress Draupadi forcefully was slamped by the graceful miracle of the lord. Draupadi had saught refuge in the grace of Lord Krishna and thus the miracle of having endless length of the cloth on her body foiling the demonic act of the ruler to dedress Draupadi in the official court of th king and in presence of large number of seniors.

Arjuna Turns Compassionate : The context thus was humiliating and extremely bad for the Pandavas. All options were actually over. The only one remained was to survive or not. Arjuna was the person whose power of war with weapons were the focus. Another brother Bhima was very strong and powerful but on physical scale. Duryadhana was scared of these two persons from the camp of the Pandavas.

Arjuna Ubacha :

Drishtae iman swajanan krishna yuyutsunah sam abasthitan
Sidanti mamah gatrani mukhancha parishushyatih (G1/28)
Baepaethuh cha sharirae mae romah harshah cha jayate
Gandibam sramsatae hastad tvak cha eva paridahjatae (G1/29)

Arjuna as doing the war was not for his personal gain, He did never intend to become a king nor was there any personal intent to gather wealth. He was a person dedicated in his mind towards a cause. The cause that Arjuna had was actually a principal agenda of lord Krishna. His purpose of being here on earth was to establish the cause.

But the problem started here. Arjuna's mind had the cause in his understanding of the basic cause. Once

the cause was identified as that of the lord, there was any such chance or scope for personal emotions to have play. Even then Arjuna had fallen in the grip of personal emotions and became thoroughly depressed at the scene of all the close relations as enemies to be killed.

Na cha shaklami abasthatum bhramati eva cha mae manah
Nimittani cha pashyami biparitani keshabah (G.1/30)
Na cha shreyah anupashyami hatwa swajanam aahabae
Na kamkhshae vijayam krishna na cha rajyam sukhani cha (G.1/31)

Arjuna became bewildered, depressed and effectively lost his senses as a warrior and a person having a mandate to do work of god through the phases of war. It was his solemn duty to undertake the responsibility of the war. Many things of the destiny depended upon the actions of Arjuna. However, Arjuna had fallen a prey to the material orientations of the mind. The materialistic instinct of the mind captured the mind of Arjuna. He started narrating his position and voiced it to lord Krishna. He became a person having lost his power of the mind to think and act in the way of light of a common person. He said he cannot do the war and his body-mind were depressed. His hands and the entire body was trembling. He was so much lost within that no mental energy was left to do the person. Also his body and mind lost their synchrony. The person is now reduced to someone having no physical or mental energy to look into it.

The warrior, Arjuna had lost his consciousness, got depressed within and overtaken by the spirit of disappointment, dejection, withdrawal and escape. The special godly weapon, Gandiva had fallen from his hand and Arjuna was shaken so much by the emergent thoughts within that he was unable to stand on feet but fallen on the floor of the chariot. Still he was giving argument which are befitting for social individuals in a normal human context wherein the empirical view of relation, transaction in life, orientation of mind and spirit of individuals had captured his overall consciousness to a great extent. He had this argument even that in a war killing the nearest ones begets sins and therefore, he should not be a party to the war, rather leaving aside everything he should escape and leave from the current assignment of waging a war against the devil forces to support the cause of god in the field of the battle.

It was almost a situation of renunciation or giving up. Arjuna was the main force behind the spirit of righteousness. As has been just mentioned, the earth system or the living world is a unique gift of the divine. This gift is for the human world to survive and grow as required. There stands the cause of fulfilment of the divine wish towards making the living world and the entire creation spend their lives and work in smooth sequence. Lord himself takes a specific abode and establishes his divine work in this world. The orientation of lord's purpose is to create a living context that would take care of each and every life on earth. Over a long period of the passage of time, the creation may suffer from the dominance of the evils. Evil force stands a strong chance in striping through the phases of human lives and thereby the world gets overshadowed by the dominance of evil.

Kim no rajyena Govinda kim bhogaih jibitena bah
yesham arthae kamkhitam no rajyam bhogah sukhami cha (G.1/32)

Arjuna was made to grow in a special support from the Supreme. Lord had a special design in wish to bring back the social situations to control and have effective development of the force of goodness. So much so that the force of the goodness be superior in valour, strength of character, values and be spiritually oriented. In this design of the lord, the Pandavas were the borns of different forms of god on earth to take care of the good spirit on earth. Goodness prevails on earth through practices in life of people lined through. The forces of goodness needs the support and protections from the different types of onslaughts of the world on the lives of those who are poised to act as the agents and forces of goodness on earth.

Tah imcha abasthitah yuddae pranan tyaktwa dhanani cha
Aacharyah pitarah putrah tathae eva cha pitamaham
Matulah Swashurah poutrah shyalah sam bandhinah tatha (G.1/33)

Arjuna was the first chosen person in the design of the lord for making the role of lord on earth effective and decisive. Arjuna was born of a special boon and heritage of the king of the forms of gods, Indra. His basic and built in intrinsic power, the godly lineage and the transmit of the strength of the divinity within made him the special make for the role of the central and most important warrior in the design of the lord.

Arjuna had not only the intrinsic lineage but had the design of support system in the process of his being and becoming. Arjuna became the symbolic centre for the growth of the appropriate breed to become someone

having the highest of knowledge on one hand and composite of all different types of expertise to grow into the ultimate position of the personality. Arjuna had received the initial learning of knowledge, and the art and science of the wars from one of the top most sage-teacher, Guru(Master) Dronacharya. Guru Dronacharya was appointed by the king as the teacher-trainer for all princes. Large in number, the princes were all made to do schooling with Dronacharya. The practice and learning lessons was common to all students, but Arjuna had a special inclination to learn and the teacher, Guru Dronacharya had liked the student so much that he had opened up the entire stock of knowledge of his possession to Arjuna and at times the creative contribution of Arjuna had made the context of learning even more unique. Arjuna had the scope to develop things further to add on to the pool of knowledge and the entire learning such that the art and science of war of difficult types and at difficulties of situations could be tackled by Arjuna most effectively converging to win.

Etani hantum na ichhami ghnatah api Madhusudanah
Api trailokya rajyasya hi etah kim nu mahikritae (G1/34)

Arjuna was the only learner who had proved his excellence with the personal values, commitment, determinations, dedications, respect and intense love for the teacher. Arjuna had the fortune to receive from different forms and identities of god to receive their boons and respective powers and different types of weapons and input powers to combat, destroy enemies to win the war with a cause to establish the righteous state through annihilation of the evils that stand and come on the way. Thus Arjuna had gathered and endowed with the power in hand who would be in a position to annihilate those creating wrong and evil things in the world to help establish god's design for man.

Nihatya dhartarashtran nah ka pritih syat Janardanah
Papam aashrayayet asman hatah aatatayinah etan (G1.35)

With such all source supports, endowments and boons on the crown Arjuna

Tasmat na arhah bayam hantum Dhartarashtran sa bandhaban.
Swajanam hi katham hatwa sukhinah syam madhavah (G1/36)

Apart from giving reasons from individual personal points of view, Arjuna went on giving certain kinds of arrangements apparent social points of view which were just connecting with the end result of the kind of disaster and that of the points of view of the conditions that world might be pushed to have and become because of the disaster and destructions of a war. The personal reasons were usually sensitive to an utterly sensitive to the social position and demographics for the future. It was thus the constant orientation of Arjuna's was towards selfish concern or the persistent concern about the human settlement. He had forgotten thoroughly the fact that he was bestowed towards being a support to establish the objective of the lord to make a transformation in the values of the human civilization and thus Arjuna got deviated. Arjuna had lost the power of mind, the strength of his own consciousness. He forgot that his had the fundamental role to help and serve the lord and the urge to dedicate his life to the cause of the divine.

Arjuna's Social Concern : The ancient society had a structure which is quite different from the structure of the modern society. In our modern society, the nucleus is the individual. Selfish interest and the consideration of the individual remains at the core and the centre of gravity of the society. It is not only the personal choice and preference of the individual but the changing context and design of the person's wishes and expectations play dominant role in the design of things.

Yadi api ete na pashyanti lobhah apahata chetasah
Kulakshayam kritam dosham mitra drohae cha patakam (G1.37)

The modern society banks on the emotions and fulfilments of the wishes though temporary and situational. These are the elements of the emotions of the person which are variant to external factors. The external factors do have constant impact on the spirit and emotions of the person. Society values the individual highest, however, norms and standards are available to smoothen and balance the evil aspects of the emotions and thus be at the level of acceptable play of emotions, expectations and requirements. The standard of the society is attained through balancing mutual self respect and mutual recognition with the rights evenly distributed across.

katham na jneyam asmabhih papat asman nibartitum
Kula Kshayam Kritam dosham prapashyadbhih janardan (G1/38)

Rights orientation of the society repeatedly connects with the core selfish concern and consideration of the society for the matching of the individual rights with the rights of the larger group of people. Usually it is

the number of people in the group of people that determines the vector dynamics of the rights. Usually right is chosen through the prioritization of the rights of the larger group over that of the smaller group. However, the democratic norm of the victory of the larger over the smaller does not eradicate the right of an individual or the smaller group of people. Individual human rights, at its core, cannot be killed or suppressed at the crossroad of that of the broader group. The concern for one's own rights are effectively the ones with the spirit of things at a nominal scale or an approved level as against that of the collective spirit or the combined collective right of the larger group of people.

Kulak shayae pranashyantih kuladharma sanatanah
Dharma nashtae kulam kritsam adharmam abhibhabhavatih (G1/39)

Modern society circles around the core attributes which are oriented to the rights of individuals and groups to fulfil either individual's selfish considerations or that of the group's selfish fulfilment. Therefore the core attributes of the modern society can be construed as that of individual rights, and several other segmented rights across which the societies are thus structured. Social institutions are gradually slicing down to the level of the individuals. Family, as a social institution, is gradually getting reduced to the fragmented pieces of a nuclear unit and even at the level of one person, the individual. The attributes of mutually shared living got absented from that domain. Whereas the individual values, selfish considerations, the notion of concern for others members get missing. One of the most important reason being the definition of membership in the social unit of family has undergone lot of changes and transmutations. The roles being separated out, it is the general recognition and concern of a person that matters.

The ancient Vedic society was structured in a different way. Dharma or the spiritual attributes were in a cluster and network attributes. This cluster was structured on the basis of certain attributes. The attributes have a space and meaning in the attributes that were valid and enduring over a long period of time. The spirit of living was basically fundamental in the make up of a collective setting. The collective spirit was based on the philosophy of 'Bahujana hitaio cha bahujano sukhaio cha' - the meaning of which stands as 'for the wellbeing of many and for the happiness of many' - each person was actually poised and determined for others and many. Thus many or the others and not selfish concern was the core philosophy.

Adharma abhibhabat Krishna pradushyanti kulastriyah
Strishu dushtasu varshenyah jayatae varna shankarah. (G1/40)

The modern approach of finding happiness through living life is through satisfying the identified need of a specific set of varieties. The pyramid of need as specified by the Behavioural Scientist Abraham Maslow stands good for the modern society. Basically construed man as a needing animal, this model named pyramid of need has invisible impact of unholy attributes of human society, like, desire, greed, jealousy, envy, anger gluttony, etc. in the context of daily living and accrued habits of human being. The silent play of all vices in the garb of the need for survival, growth, achievement and fulfillment of ego all are cardinal in the average modern minds. It is thus important that the modern society gears up to get rid of all the invisible forces and fits in to the design of transformation in the context of the human society. For the transformation to happen fundamentals need to change.

Shankaro narakayaeiva kulagnanam kulasya cha.
Patanti pitoro hi esham lupta pinda udaka kriyah (G1/41)

The ancient Vedic society had the fundamental view of life that this life is essentially a gift of god and that the quality of living can be transformed altogether or changed with the help and gift of the kind and the attributes of the work done in the life lived. Life thus lived for others is actually the life lived as a service to god. Good quality of work based on the principles of virtues would drive the course of life in the pattern and pathways of goodness. It is thus, something that counts and maintains the spirit of goodness whereas the return from the work thus accrues to generate further spirit of goodness. Service to the spirit of goodness transforms into the service towards a recipient is actually considered as the service patterned to the diverse ways of living but in a way broad based to see that all kinds of meanness, pettiness and smallness are made to disappear from the lives of the individual. When the work is endowed to the spirit of Divine and whenever it reaches the context of the desired level, it tries to maintain that throughout. This is known as the Jiban Yajna or the sacrifice involving the best contribution of the person on the strength of his or her being aligned with

the spirit. Then the power of the person becomes outwardly directly connected maintaining parallelism with the remote work or coordinated through the potentials of the person. Thus the person would identify the role as that of a role guided by the Divine.

The ancient Vedic spirit was a very comprehensive impetus and philosophy for living a good life. Life was structured across four aspects of living doctrines. This was known as 'Chatur Varga' - four facets of living a total and comprehensive life. These were: 'Dharma - Artha - Kama - Moksha' - or, the Righteous ways of living - making life meaningful through creation or earning of internal and external wealth - to fulfil any desire that is tested and having inbuilt way-ahead by the principles of righteousness and finally the culmination of life should be into the context and attainment of ultimate liberty. Therefore, the spirit of living was the foundation of the principles of ritghtaeousness with an ultimate goal to achieve the state of Moksha. Moksha is actually making the consciousness free from the transient and illusory states of truth or utter falsehood that human society in the modern period has created for its own.

Dosshaei eteih kulagnanam varnashankarah karakaih
Utsadantae jatidharmah kuladharmash cha saswatah. (G.1/42)

Principles of Dharma are essentially ethical and moral principles with a central belief factor added to it. The belief factor is actually true belief in god and the factors that are related to and drawn from that basic belief. Therefore the person believes that she or he is the creation of god with a purpose. Similarly others are construed to have the same or similar belief. Not only that, the world is a creation of god, and for that matter every human being is a creation of god. Therefore, in this world each person has an intrinsic relationship with each other. The wealth, content and nature are gifts of god. Therefore, person should not be having a selfish habit in life. The wealth of intrinsic capacities, mental physical energies are gifts of god. Therefore each person should have an iota and basis of thought for action such that others get chances similar.

Utsanna kuladharmanam manushyanam janardanah.
Narakae niyatam basho bhabati anushukram. (G.1/43)

The principles of 'Dharma' become built in values in the lives of each person as she or he grows up through age and experiences. Life begets experiences of different kinds and categories but the fundamental values of lives if developed at the very tender age. From this point of view, the context of each life could be made into an acceptable level of homogeneity. This principle would develop the views of togetherness, compassion, caring, friendly orientation to living with others. Thus acceptability and beyond would be taken up as the dominant principles for actions and applications.

Principle of Rightcouness : 'Dharma' infuses certain basic values, such as, truthfulness, honesty, sincerity, cooperation, integrity, respect for those who deserve and the attitude of giving. The principles of 'Dharma' keep on encouraging the spirit of giving and sacrifice and denounce the mental orientations to the approaches to grab things and to garner wealth only in that way which is actually not only accommodating and accepting but extending respect to others who actually matters in the journey of life. Thus each person develops concern for others. Causing harm to others becomes a distant factor and people would refrain from causing harm to anyone else in the world, whatsoever.

That was the fundamental spirit inbuilt in the personality of Arjuna. His thoughts and arguments were actually clustered across this central view in life, thus was to think in broader terms. Selfishness was not the doctrine in the being of Arjuna, rather the doctrine that had driven Arjuna down here is his mental sensitivity towards the society, larger human mass and the contexts of the world in perpetuity. His thought had centered around the issues of future society. A great war, of which he was the main personality, had lots of devastating consequences. Arjuna's mind had picked up issues which were pertaining to the conditions of going and well being of the future society. If the great war is waged the consequences would obviously lead to the destructions of men and properties. Post war society gets limited to a shattered form.

Aho vata mahat papam kartum bybasita vayam.
Yat rajya sukham lovenah hantum swajanam udyatah. (G.1/44)

Arjuna gave a few reasons behind his urge to give up. He was foreseeing the future society as something where men have lost their lives and reduced to a level of that where the dominent values of the society get ruptured. The dominant values would be to protect and maintain principles of Dharma in life. Principles of the spirituality get construed as that of 'Sattwa Guna'. 'Sattwa Guna' stands for the good attributes in life. Some of these attributes are those which counts for the current period or the present period and the others are

those which are eternal in its appeal and spreads. The eternal principles were uttered and practiced by Vedic Sages through the constant promise mentioning: 'Satyam Vadishami, Ritam Vadishyami' - the meaning of which stands as - 'shall speak truth and maintain truth in life'. Speaking truth is a matter or habit through practice in life. This requires contination.

Yadi mam pratikaram ashastram shastrapanayah.
Dhartarashtram ranae hanyuh tat me kshematam bhabet. (G.1/45)

Arjuna's concern for the society were the deviation of the social dynamics from the vectors of the journey in life. Journey in life, thus enables a person have the spirit of truth in eternity and truth in practice. When the factors are for one individual, it is actually done through the personal efforts of the individuals, but when it comes to the understanding and concern of a nation, a society or the world as a whole, broader canvas of thoughts would take care of that in principles. It may or may not see the lights of translating into actions in life.

Arjuna's concern was true in itself. He visualised a situation where the forces of Dharma would also diminish along with the forces of Adharma. Handful of evil minded can cause havoc to a large gathering of the good and morally driven people. Evil forces does the practice and culture the strengths of muscles and bits; whereas that of the Dharmic people goes in favour of extending helping hands to others and focussing mental and physical energies towards the cause of welfare for all and others. Thus the peoples with Dharmic values would give priority to cultivating wisdom within than having focussed on building on muscle power for dominating others.

it was truly the bent of mind of Arjuna. Until now his mind is focussed on the empirical identities of human person. At this level and condition of mind, external identity comes into the focus of the person whereas the intrinsic values of the same are explored to be there. Arjuna was thus the torch bearer of the society in terms of thinking of its sustainability and that of the protection of weaker entities on earth. Arjuna's thought focussed on the weaker condition of the society where after the war the men force being destroyed, the women would lack in the protections. In this situation handful of evil doers with demonic and animal habits would do injustice to the society and its women. this would lead to the disruption of the future society and creating imbalance in that. Arjuna was concerned that the war of Mahabharata would again prove fatal to the agriculture, the nature and human being at large. Thus, the perspective of Arjuna was not based on individual selfishness at all.

Sanjoy Ubacha :

Ebam ukta arjunah shanghae ratho upastha upabishat.
Bisrijya sashram cha apam shokasam bigna manasah. (G.1/46)

Rising much above the constrained spirit of individual selfishness, Arjuna had argued for the society. He argued for the women and talked about those who would lose their near and dear ones in life to have spent lives after the war like deracenes and orphans on one hand and have-nots through the war of destructions. Arjuna gave lots of thoughts on other aspects. His thoughts were focussed on the world that would lose some of its great personalities who are teachers and sages in the society. People like, Visma, Drona - were otherwise assets for the human society. Though they had clustered around the evil forces, their wisdom were elements of strong assets for the human society. This was also proved through the facts of the war. After Visma was made to lie on the bed of arrows by Arjuna, Visma had contributed yeomens wisdom to Yudhisthira on the request of Lord Krishna. Visma's wisdom advise was very essential and effective in the managing of post war society. The would be king, Yudhisthira had the privilege to have learnt lessons of 'Raj Dharma' - the attributes of State-Leadership from Visma. Visma on the condition and state of taking the bed of arrows for some period was the repayments in life the toils and troubles having experienced and absorbed in him. Visma had maintained the spirit of empirical Dharma but could not be aligned with the spirit of god, that's why the suffering.

Arjuna was conscious about it. He did not want to enjoy life through avoidance of the war, rather he was ready to sacrifice his life to protect the society and the world from the destruction. The final issue was that, this would not establish righteousness in the society. God's design was to establish Dharma and to save and protect Dharmic people on earth. That is why the Bhagawat Gita comes into as the final spirit of life.

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st April 2024
Chaitra–1430
Vol. 21. No. 12

REGISTERED KOL RMS/366/2022-2024
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৭ই এপ্রিল, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৪ই এপ্রিল, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২১শে এপ্রিল, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৮শে এপ্রিল, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.